

সূরা আত্তাওবা-৯

মাদানী সূরা, ১২৯ আয়াত ও ১৬ রুক্ম

১। তোমরা যে সব মুশরিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ^{১৫০} হয়েছিলে আল্লাহ^۴ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে (তোমাদেরকে তা থেকে) অব্যাহতি^{১৫১} দেয়া হলো ।

بِرَأْءَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ رَأَى الَّذِينَ
عَاهَدُوا تُمِّمُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

২। সুতরাং তোমরা সারাদেশে চার মাস (স্বাধীনভাবে) ঘুরে বেড়াও এবং ^কজেনে রাখ তোমরা কখনো আল্লাহকে^{১৫২} ব্যর্থ করতে পারবে না । আর এটাও (জেনে রাখ) আল্লাহ কাফিরদের লাঞ্ছিত করবেন ।

فَسَيِّئُوا فِي الْأَرْضِ أَذْبَحُوا أَشْهُرٍ وَ
أَغْلَمُوا أَنْكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ
آتَ اللَّهَ مُخْرِزِي الْكُفَّارِينَ ①

★ ৩। আর ‘হজে আকবর’^{এর}^{১৫৩} দিন লোকদের প্রতি আল্লাহ^۴ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে^{১৫৩-ক}, নিশ্চয়

وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ رَأَى النَّاسِ
يَوْمَ الْحِجَّةِ لَا كُبَّرَ آنَ اللَّهُ بَرِّيٌّ مِّنْ

দেখুন ৪ ক. ৬১৩৫; ১১৪২।

১১৫০। ‘আহাদ’ শব্দ এখানে সঙ্গি বা মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়নি, বরং অঙ্গীকারাবদ্ধ বা পবিত্র প্রতিশ্রূতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে যা কাউকেও বাধ্য-বাধকতার বাঁধনে আবদ্ধ করে (লিসান) । এ আয়াতে এক পবিত্র ঘোষণা দেয়া আছে যে ইসলাম এবং নবী করীম (সাঃ) মক্কার পতনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছেন । হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন মক্কা থেকে বন্ধুহীন অসহায় অবস্থায় বিভাড়িত হয়েছিলেন এবং তাঁর কর্তৃত মস্তকের জন্য পুরক্ষার ঘোষণা করা হয়েছিল ঠিক সেই সময়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছিল, তিনি বিজয় গৌরবে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করবেন (২৮:৮৬) । এ ভবিষ্যদ্বাণী মক্কার পতনে এবং সমস্ত আরব ভূখণ্ডে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছিল । এরপে নবী করীম (সাঃ) সত্যরূপে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং মক্কাবাসীদের দাবী ছিল যে বারংবার ঘোষণার পূর্ণতারূপে মক্কা তাঁর করতলগত হওয়া উচিত ছিল, এ অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন । আরো দেখুন সূরা আন্ফালের ভূমিকা ।

১১৫১। ‘বারায়াতুন’ অর্থ সমর্থন ঘোষণা, মওকুফ করা, দোষ-কুটি বা দায়িত্ব প্রত্তি থেকে নিষ্কৃতি বা ক্ষমা প্রাপ্তি, কোন দাবী থেকে রেহাই বা মুক্তি লাভ, সম্পর্কচ্ছেদ করা, রোগ-মুক্তি লাভ করা, ইত্যাদি (তাজ, মুফরাদাত) ।

১১৫২। মক্কার পতনের সাথে এবং হুনায়েনের যুদ্ধে হাওয়ায়িনদের পরাজয়ে ইসলামের শাসন এবং কর্তৃত সমগ্র হেজায়ের উপর পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । কোন কোন উপজাতি মুসলমানগণের সঙ্গে সঙ্গি স্থাপন করেছিল এবং অন্ত পরিত্যাগ করেছিল । এ সঙ্গি অবশ্য পালনীয় ছিল, কিন্তু অন্যান্য উপজাতিও ছিল, যারা আনুষ্ঠানিকভাবে বা প্রচলিত প্রথানুযায়ী আত্মসমর্পণ করেনি । তারা তাদের অন্ত পরিহার করেনি এবং মুসলমানদের সঙ্গে এরপ সঙ্গি-চুক্তি করেনি যে তারা শান্তি রক্ষা ও আইন শৃংখলা মেনে চলার নিশ্চয়তা বিধান করবে । তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিরোধিতা শুরু করেছিল এবং যদিও কার্যত তারা পরাভূত হয়েছিল তথাপি তারা না পরাজয় স্বীকার করেছিল, না তারা মুসলমানদের সঙ্গে বসবাস করতে রাজি ছিল । এসব উপজাতির বিরুদ্ধে অভিযান চার মাসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল । তাদেরকে দেশের সর্বত্র স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেয়া হয়েছিল যাতে তারা ভালভাবে বুঝতে পারে যে মুসলমানদেরকে বাধা দিলে ব্যর্থ হতে হবে । সে ক্ষেত্রে তারা আত্মসমর্পণ করবে এবং সঙ্গি স্থাপন করবে । এসব গোত্রের প্রতিই এ আয়াত ইঁগিত করছে ।

১১৫৩। ‘হজে আকবর’ অর্থাৎ মহাত্মা ও বৃহত্তর হজ । এ হজকে ‘হজে আকবর’ বলা হয়েছিল, কারণ এটাই সর্বপ্রথম হজ ছিল যা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে পালন করা হয়েছিল ।

১১৫৩-ক। ‘আয়ান’ অর্থ সতর্কীকরণ, প্রকাশ্য ঘোষণা বা আহ্বান (লেইন) ।

আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলও মুশরিকদের বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত^{১১৫৪}। সুতরাং তোমরা তওবা করলে তা হবে তোমাদের জন্য উন্নতি। আর তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখলে জেনে রাখ তোমরা কখনো আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না। আর যারা অস্তীকার করেছে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আয়াবের সুসংবাদ দাও।

★ ৪। তবে সেইসব মুশরিকের কথা ভিন্ন^{১১৫৫} যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হবার পর তারা তোমাদের সাথে কোন প্রকার চুক্তি ভঙ্গ করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি। অতএব তোমরা তাদের সাথে (নির্ধারিত) মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।

الْمُشْرِكِينَ هُوَ رَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ
فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّنَّتُمْ فَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشَّرَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِإِعْدَادِ أَلْيَهُو

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنْ
الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ
شَيْئًا وَلَمْ يُظْلَمْ هُرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا
فَأَتَتْمُوا لِيَهُمْ عَهْدَهُمْ إِلَى
مُدَّتِّهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

দেখুন : ক. ৯৪২; খ. ৪৪১৩৯; গ. ৯৪৭।

১১৫৪। কার্যত পূর্ববর্তী আয়াতে যেখানে 'বারাআতুন' শব্দ দ্বারা সত্যতা প্রতিষ্ঠার ঘোষণাকে অর্থাৎ ইসলামের পূর্ণ বিজয়ের অঙ্গীকার বা ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পূর্ণ হওয়াকে বুঝায়, সেখানে বর্তমান আয়াতে সেই শব্দ দ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তু হতে দোষমুক্ত হওয়া বুঝায়, অর্থাৎ তার বা এর সঙ্গে আর কিছু করণীয় নেই (লেইন)। বর্তমান আয়াত এবং এর পরবর্তী আয়াতের ঘোষণা ৯৪১-২ আয়াত দুটির ঘোষণা থেকে ভিন্ন। কারণ বস্তুত ৯৪১-২ আয়াতবলয়ে এ সত্য প্রতিপাদিত হয়েছে, পৌত্রলিকদের নিকট আঁ হ্যরত (সাঃ) কর্তৃক দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করেছিল। পক্ষান্তরে বর্তমান আয়াত হচ্ছে তাদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্কচ্ছেদ সম্পর্কিত। সমন্বন্ধের বিছেদ দ্বারা মনে করা সমীচীন হবে না যে আয়াত মুসলমানদেরকে সকল সন্ধি-চুক্তি থেকে অব্যাহতি দিয়েছে বা মুক্ত বলে ঘোষণা করেছে। কারণ পরবর্তী আয়াত সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে সন্ধি-চুক্তি সকল ক্ষেত্রে পালনীয় এবং অলঙ্গনীয়। নবম ইজরী সনে তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবী করীম (সাঃ) হ্যরত আলী (রাঃ)কে তাঁর প্রতিনিধিক্রমে হজে আকবর এর অনুষ্ঠানে মক্কায় প্রেরণ করলেন। সেখানে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন : (১) 'এই বছরের পরে কোন পৌত্রলিক বাযতুল্লাহ্ অর্থাৎ কা'বা শরীফের নিকটবর্তী হতে পারবে না, (২) আস্তসম্পর্ণ করেনি এমন পৌত্রলিক গোত্রগুলোর সঙ্গে রসূল করীম (সাঃ) এর সম্পাদিত সন্ধি বা চুক্তিপত্রসমূহ বহাল থাকবে এবং তাদের চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে মেনে চলা হবে। কিন্তু যাদের সঙ্গে নবী করীম (সাঃ) সন্ধি বা শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ বা যারা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রাপ্তনা করে তারা ছাড়া কোন পৌত্রলিক হেজায়ে থাকতে পারবে না'। পৌত্রলিক গোত্রগুলোর বিশ্বাসঘাতী আচরণ দ্বারা এবং পবিত্র চুক্তির অস্তীকার দ্বারা হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর তাবুক অভিযানের জন্য মদীনা থেকে অনুপস্থিত থাকাকালে (৮৪৫৭) ব্যাপক আকারে চুক্তি লংঘন করায় এই আদেশ কেবল সম্পূর্ণ ন্যায়-সঙ্গতই ছিল না বরং অন্যান্য রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিবেচনাতেও এ ঘোষণা জরুরী ছিল। হেজায় যখন মুসলিম জাতির ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল তখন এর স্বার্থ সংরক্ষণার্থে সময়ের এই চাহিদাই ছিল সকল অসঙ্গত এবং ক্ষতিকর প্রাথমিক কারণসমূহ যা এর অবস্থার প্রতি ছমকীস্বরূপ হতে পারে এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত বদ্ধিক্ষেত্র মুসলমান সম্পদায়ের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে তা থেকে একে মুক্ত করা।

১১৫৫। এসব গোত্র ছিল বনু খুয়া'আ, বনু মুদ্লিজ, বনু বকর, বনু দামরাহ্ এবং বনু সুলাইম গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক। প্রসঙ্গক্রমেই এই আয়াত অত্যন্ত চিত্তাকর্মকভাবে তুলে ধরে যে ইসলাম চুক্তি এবং সন্ধির শর্তাদিকে পবিত্র গণ্য করে।

★ ৫। অতএব সম্মানিত মাসগুলো^{১১৫৫-ক} যখন পার হয়ে যাবে তোমরা এসব (চুক্তি ভঙ্গকারী) মুশরিকদের^{১১৫৬} যেখানেই নাগাল পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে ঘ্রেফতার করবে, তাদেরকে অবরোধ করবে এবং তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাকবে। ^খকিন্তু তারা তওবা করলে, নামায কায়েম করলে এবং যাকাত দিলে তাদের পথ ছেড়ে দাও^{১১৫৭}। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

৬। আর মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দিবে, যাতে সে আল্লাহ্ বাণী শুনতে পায়। এরপর [৬] ১ তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দিবে^{১১৫৮}। এ (সুযোগ দেয়ার ৭ কারণ) হলো, তারা এমন লোক যাদের জ্ঞান নেই।

৭। মুশরিকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দৃষ্টিতে কিভাবে সঠিক বলে গণ্য হতে পারে? তবে যেসব (মুশরিকের) সাথে মসজিদে হারামের পাশে ^খতোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে তাদের কথা ভিন্ন। সুতরাং তারা যতক্ষণ তোমাদের সাথে (চুক্তিতে) অটল থাকে তোমরাও তাদের সাথে (চুক্তিতে) অটল থেকে।^{১১৫৯} নিশ্চয় আল্লাহ্ মুন্তকীদের ভালবাসেন।

দেখুন : ক. ৭৪১৫৭; ৯৪১১ খ. ৯৪৪।

১১৫৫-ক। সম্মানিত মাসগুলো হলো যিল্কদ, যিল্হজ্জ, মুহারুম এবং রজব। প্রথম তিনটি হজে আকবর এর মাস এবং শেষের মাসটিতে আরবরা সাধারণত ওমরাহ পালন করতো (২৪১৯৫ ও ২৪২১৮)। ‘আশ্রুল হুরুম হারাম’ অর্থ পরিব্রাম মাসগুলি নয়, বরং ‘নিষিদ্ধ মাসগুলো’ এবং তা উপরে ৯৪২ আয়াতে উল্লেখিত চার মাস। উক্ত মাসগুলোতে উল্লেখিত পৌত্রলিকদেরকে দেশের সর্বত্র নির্ভয়ে অর্পণ করতে অনুমতি দেয়া হয়েছিল যাতে তারা নিজেরাই দেখে বুঝতে পারে, ইসলাম বিজয়ী হয়েছে কি না এবং আল্লাহ্ তাআলার কথা পূর্ণ হয়েছে কি না। আর যে সময়ের মাঝে সকল শক্রতা বা সংগ্রাম স্থগিত রাখা হয়েছিল, সেই সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেলে প্রকাশ্য স্বীকৃত ইসলামের এমন সব শক্রদের বিরুদ্ধে জেহাদ পুনরাবৃত্ত করা হয়েছিল যারা নিজেদের মধ্যে বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেছিল এবং বারংবার তাদের প্রতিশ্রুত চুক্তি ভঙ্গ করছিল। এই চূড়ান্ত শর্তের যথার্থতা ৯৪৮-১৩ আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যেসব পৌত্রলিক অবিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে দোষী ছিল না তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল (৯৪৪, ৭)।

১১৫৬। যেসব পৌত্রলিক মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং তখনো পর্যন্ত নৃতন সন্ধির প্রস্তাব করেনি তাদেরকেই বুঝাচ্ছে।

১১৫৭। যাদের হাতে মুসলমানরা নিদারূণ যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতির শিকার হয়েছিল, সেই শক্রদেরকেও ক্ষমা করা হতো যদি তারা অনুত্তম হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো। প্রকৃত ঘটনা হলো, পৌত্রলিকদের মাঝে এমন অনেক লোক ছিল যারা অন্তরের অন্তস্তলে ইসলামের সত্যতা সংবেদন্ত হয়েছিল, কিন্তু হয় অহংকারবশত বা নির্যাতনের ভয়ে অথবা একুপ অন্যান্য কারণে তাদের ঈমানকে প্রকাশ করতে বিরত থাকতো। এ আয়াত এ শ্রেণীর লোকদেরকে নিষ্চয়তা দিয়েছিল যে তাদের মাঝে যদি কেউ ইসলাম ধর্মের উপর এমন কি যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও ঈমান আনার কথা প্রকাশ করতো তাহলেও তার এ স্বীকৃতি কপটতাপূর্ণ বা জীবন রক্ষার জন্য বলে ধরে নেয়া হতো না। বরং তাকে মুসলমান বলেই গণ্য করা হতো।

১১৫৮। এ আয়াত সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে অন্ত্রের বলে পৌত্রলিকদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে যুদ্ধ করা হয়নি। কারণ এ আয়াত অনুযায়ী যুদ্ধাবস্থায়ও পৌত্রলিকদেরকে মুসলিম শিখিবে অথবা কেন্দ্রস্থলে সত্যকে জানার উদ্দেশ্য আসার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। অতঃপর তাদের নিকট সত্য প্রচার করে ইসলামের শিক্ষা তাদেরকে জানিয়ে দেয়ার পর তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করতো তাহলে নিরাপদ স্থানে তাদেরকে পৌছে দেয়া হতো। এরপ সুস্পষ্ট শিক্ষা সন্ত্রে ইসলামের বিরুদ্ধে এর প্রচারের জন্য পরমত-অসংযুক্তা বা বল প্রয়োগ অথবা বল-প্রয়োগে প্রশ্রয় দানের অভিযোগ আরোপ করা চরম অবিচার ও যুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়।

১১৫৯। টাকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

فَإِذَا أَنْسَلْتَهُ أَنَّهَا شَهْرُ الْحُرُمَ
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدُوكُمْ هُنَّ وَخْذُوهُمْ وَ
اخْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ
مَرْصَدٍ فَإِنْ تَأْبُوا وَآتَقْمُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْالَرَّكُوَةَ فَخَلُوَاسِيْلَهُمْ دَارَ
اللَّهُ عَفُوٌ رَّحْمَةٌ ⑥

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَ
فَأَجِزْهُ حَتَّى يَشْمَعَ كَلْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ
أَبْلِغْهُ مَا مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِإِنْهُمْ قَوْمٌ
لَا يَعْلَمُونَ ⑦

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ
عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ
عَاهَدُوا تُمَّ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا
اשْتَقَّ مُؤْلِمُهُ كَمْ فَسْتَقِيمُوا لَهُمْ
رَبُّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ⑧

৮। কিভাবে (তাদের চুক্তি বিশ্বাসযোগ্য) হতে পারে যেক্ষেত্রে ক্ষতারা তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে তারা তোমাদের ব্যাপারে আঘাতীয়তার কোন বন্ধনের^{১১৬০} বা চুক্তির^{১১৬১} ধার ধারবে না? তাদের মুখের কথা দিয়ে তারা তোমাদের সন্তুষ্ট রাখে। অথচ তাদের অন্তর তা মেনে নেয় না। আর তাদের অধিকাংশই দুর্কর্মপরায়ণ।

৯। ^ণতারা আল্লাহর আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করেছে এবং তাঁর পথ থেকে (লোকদের) বাধা দিয়েছে। তারা যা করে তা নিশ্চয় অতি মন্দ।

১০। কোন মু'মিনের^{১১৬২} ক্ষেত্রে ^ণতারা আঘাতীয়তার বন্ধনের বা চুক্তির ধার ধারে না। আর এরাই সীমালংঘনকারী।

১১। ^ণকিন্তু তারা তওবা করলে, নামায কায়েম করলে এবং যাকাত দিলে তারা ধর্মের দিক থেকে তোমাদের ভাই। আর জ্ঞানী লোকদের জন্য আমরা নির্দেশনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি।

দেখুন : ক. ১১১০; খ. ২৪১৭৫; ৩৪৭৮, ১৮৮; ১৬৪৯৬; গ. ১৯৮; ঘ. ৭১৫৪।

১১৫৯। এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, যুদ্ধের অনুমতি কেবলমাত্র সেই সকল অমুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিল যারা বারংবার পৰিত্র চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং বিশ্বাসাত্তকাতপূর্বক মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেছিল। বাকী অন্যান্য লোকদের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যেন তাদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিসমূহ বিশ্বস্ততার সঙ্গে এবং দৃঢ়ভাবে মেনে চলে। ১৪৪ আয়াতের মত বর্তমান আয়াতও প্রতিশ্রুতি এবং সংক্ষি-চুক্তি পালন করাকে সততা এবং ধার্মিকতার কাজ বলে বর্ণনা করেছে যা আল্লাহ তাআলার পছন্দ। কুরআন করীম অত্যন্ত জোরের সাথে এবং পুনঃ পুনঃ মুসলমানদেরকে সংক্ষি-চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করার আদেশ দিয়েছে।

১১৬০। ‘ইল্লু’ অর্থ আঘাতীয়তা বা নৈকট্য, রক্তের সম্পর্ক, সম্বংশজাত, সংক্ষি বা অঙ্গীকার, নিরাপত্তার জন্য প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চয়তা (লেইন ও মুফরাদাত)।

১১৬১। ‘যিস্মা’ অর্থ প্রতিশ্রুতি, সংক্ষি, চুক্তি, অঙ্গীকার, দায়িত্ব বা কর্তব্য, প্রাপ্য বা অধিকার, যার প্রতি কেউ অবহেলা করলে তাকে দোষ দেয়া হয় (লেইন)। ‘আহলুয় যিস্মাহ’ শব্দদ্বয় সেই সকল অমুসলিম গোষ্ঠীর জন্য ব্যবহৃত হয় যাদের সঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্র চুক্তিবদ্ধ এবং যারা রাষ্ট্রকে মাথা পিছু কর দেয়, যার বিনিময়ে রাষ্ট্র তাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা দায়িত্ব গ্রহণ করে (লেইন)। তফসীরাধীন আয়াত অধিকতর সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে যুদ্ধ ঘোষণার আদেশ কেবল এরূপ অবিশ্বাসীদের প্রতিই প্রযোজ্য যারা ইসলামের বিরুদ্ধে শক্রতা শুধু প্রথমেই আরম্ভ করেনি, অধিকন্তু তারা বিশ্বাসযাতকও ছিল। তারা না আঘাতীয়তার মর্যাদা রাখতো, না চুক্তির শর্ত ও অঙ্গীকার রক্ষা করতো।

১১৬২। বর্তমান এবং পূর্ববর্তী দুই আয়াত যুক্তি দিয়ে সেই সকল পৌত্রলিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশের যথার্থতা প্রমাণ করে (১১৫)

(১) যারা ছিল কপট, বিশ্বাসযাতক এবং নিজেদেরকে মুসলমানদের মিত্র বলে প্রকাশ করতো, কিন্তু মুসলমানরা তাদের ওপর বিশ্বাস

كَيْفَ وَرَأَنِيَّظَهُ رَوْا عَلَيْكُمْ لَيْزَقْبُوا
فِي كُمْ رَالٌ وَلَادَمَةً مِيزَضُونَ تَحْمُمْ
بَا فُوَا هِيمَ وَ تَابِي قُلُوبُهُمْ وَ
أَكْثَرُهُمْ فِي سُقُونَ ⑥

إِشْتَرَوَا بِأَيْتَ اللَّهِ شَمَنًا قَلِيلًا
فَصَدُّوا عَنْ سَيِّلِهِ طَرَاهُمْ سَاءَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

لَا يَزَقْبُونَ فِي مُؤْمِنٍ رَالٌ وَلَادَمَةَ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُغَتَدُونَ ①

فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ
أَتَوْا الزَّكُوْةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الرِّبَّيْنِ دَ
نُفَصِّلُ أَلَّا يَلِيْتَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑩

★ ১২। আর এসব (লোক) অঙ্গীকার করার পর তাদের শপথ ভঙ্গ করলে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি জঘন্যভাবে বিদ্রূপ করলে^{১৬৩} ক'তোমরা (এই শ্রেণীর) কাফিরদের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে^{১৬৪} যুদ্ধ কর, যেন তারা (এসব অপকর্ম থেকে) বিরত হয়। নিশ্চয় তারা এমন (লোক) যাদের কসমের কোন মূল্য নেই।

১৩। তোমরা কি এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রসূলকে (মাত্তুমি থেকে) বের করে দেয়ার সংকল্প করেছে^{১৬৫} এবং তোমাদের বিরুদ্ধে তারাই প্রথমে (সংঘর্ষের) সূচনা করেছে^{১৬৬}? তোমরা কি তাদের ভয় কর? তোমরা মুঘিন হয়ে থাকলে আল্লাহকেই তোমাদের সবচেয়ে বেশি ভয় করা উচিত।

১৪। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দিবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তিনি (এর মাধ্যমে) মুমিনদের মনে স্বষ্টি প্রদান করবেন।

১৫। আর তিনি তাদের হৃদয়ের ক্ষেত্রে দূর করে দিবেন। আর আল্লাহ যার জন্যে চাইবেন তওবা গ্রহণ করে অনুগ্রহ করবেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

وَإِن تَكْثُرُوا أَيْمَانَهُمْ فَنَّبْعَدُ عَهْدَهُمْ وَطَعَنُوا فِي يَنِسْكُمْ فَقَاتَلُوا أَرْجُحَةَ الْكُفَّارِ لَأَنَّهُمْ لَا يَعْمَلُونَ
لَهُمْ لَعْلَهُمْ يَتَّهَمُونَ^⑯

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ هَمُّوْنَا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدْءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْفُرْ أَنْ تَخْشُوهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ^⑰

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِإِنِّي نِكُمْ وَيُخْزِهُمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِصُدُّوْرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ^⑯

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوْبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ^⑯

দেখুন : ক. ২৪১১; ৪৪২।

স্থাপন করা সত্ত্বেও তারা যখনই কোন ক্ষতির সুযোগ পেত, তখনই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো, (২) যারা আঞ্চীয়তার বন্ধনকেও উপেক্ষা করতো এবং শুধু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে নিজেদের অতি নিকট আঞ্চীয়বর্গকেও হত্যা করতো (৯:৮), (৩) যাদের যুদ্ধের লক্ষ্যই ছিল লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দান করা (৯:৯) এবং (৪) যারা মুসলমানদেরকে প্রথমে আক্রমণ করতো (৯:১৩)।

১১৬৩। ‘তোমাদের ধর্মের প্রতি জঘন্যভাবে বিদ্রূপ করলে’ এ উক্তির মর্ম কেবল মৌখিক উপহাস ও অপমান করাই নয়, বরং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের ক্ষতি সাধনের জন্য বাস্তব আক্রমণও বুবায়। ‘তা’আনু’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ বর্ণ বিদ্ধ করা।

১১৬৪। ‘আইয়েমাতুল কুফর’ (কাফিরদের প্রধানরা) -এ কথাগুলো এখানে মাত্র কয়েকজন সর্দারের প্রতি আরোপিত হয়নি, বরং সমগ্র জাতির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এ আয়াতে উল্লেখিত আদেশ দেয়া হয়েছিল। তাদেরকে নেতা বা প্রধান বলার কারণ হলো, মুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিঙ্গ লোকদের মাঝে এরাই ছিল অগ্রগামী এবং তাদের দ্রষ্টান্ত অন্যান্যদেরকে উৎসাহিত করেছিল এবং যেহেতু ইসলাম ধর্মের প্রতি তাদের শক্রতা এমন বদ্ধমূল ও প্রকট ছিল যে এ বিষয়ে তারা যেন শয়তানের মত কাজ করছিল।

১১৬৫। যখন নবী করীম (সাঃ) ‘তাৰুক’ অভিযানে গিয়েছিলেন সেই সময় মদীনা বা এর পার্শ্ববর্তী এলাকার উপজাতিগুলো তাঁকে ব্যর্থ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন গোত্রকে তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডযামান হওয়ার জন্য উক্খানী দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিঙ্গ হয়েছিল।

১১৬৬। এক্ষেত্রেও মক্কাবাসী পৌত্রলিঙ্গকদেরকে বুবায় না, বরং প্রকাশ্য বা গোপন অবিশ্বাসী লোকদেরকে বুবায়, যারা মদীনা এবং এর চতুর্পার্শের এলাকায় বসবাস করতো। এ অবিশ্বাসীরা যথেষ্ট প্রমাণ রেখেছিল যে মুসলমানেরা কখনো সীমালংঘনকারী ছিল না বরং তাদেরকেই আক্রমণ করা হতো।

১৬। *তোমরা কি মনে করেছ তোমাদেরকে এভাবেই ছেড়ে
দেয়া হবে, অথচ আল্লাহ্ এখনো (পরীক্ষা করে) তোমাদের
মাঝে একপ লোকদের স্বতন্ত্র করে দেননি যারা জেহাদ করেছে
২ এবং আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মু’মিনদের বাদ দিয়ে অন্য কাউকে
[১০] ৮ অন্তরঙ্গ বন্ধুরাপে গ্রহণ করেনি? ১১৬৭

★ ১৭। তারা (অর্থাৎ মুশরিকরা) যেক্ষেত্রে নিজেদের
অঙ্গীকারে^{১১৬} সাক্ষ দেয়, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ র জন্য যে
উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং তদনুযায়ী তা
সংরক্ষণের প্রতি সুবিচার করা মুশরিকদের কাজ নয়। এদেরই
কর্ম ব্যর্থ হবে। আর এরা দীর্ঘকাল আগুনে পড়ে থাকবে।

★ ১৮। আল্লাহতে ও শেষ দিবসে যে ঈমান আনে এবং যে
নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে
ভয় করে না, নিশ্চয় সে-ই আল্লাহত্র মসজিদ^{১১৬৯} সংরক্ষণের
যোগ্য। অতএব আশা করা যায় এরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত বলে
(গণ্য) হবে।

১৯। তোমরা কি হাজীদেরকে পানি পান করানো এবং
মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণকে সে ব্যক্তির (কাজের)
সমতুল্য বলে মনে করেছ, যে আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান
এনেছে এবং আল্লাহত্র পথে জেহাদ করে? আল্লাহত্র দৃষ্টিতে
এরা কখনো সমান নয়। আর^{১১৭০} আল্লাহ্ যালেম লোকদের
কখনো হেদায়াত দেন না।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُشْرِكُوا وَلَمَّا يَعْلَمُ
اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ
يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ
وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجْتَهَّمُوا وَاللَّهُ
خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑯

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمِرُوا
مَسْجِدَ اللَّهِ شَهِيدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
بِالْكُفَّارِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
وَفِي النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ⑭

إِنَّمَا يَعْمِرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَّنَ
بِإِيمَنُهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَأَقَى الزَّكُوْةَ وَلَمْ يَخْشِ
إِلَّا اللَّهُ قَنْ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا
مِنَ الْمُهْتَدِينَ ⑯

أَجَعَلْتُمْ سِقَائِيَّةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَّنَ بِإِيمَنِهِ
الْيَوْمَ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَلَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ مَوْلَاهُ
يَهُمْ دِيَ القَوْمَ الظَّلِيمِينَ ⑯

দেখুন ৪ ক. ৩১১৪৩, ১৮০; ২০৪৩-৪; খ. ৩:২৯; ৪১১৪০, ১৪৫; ৯:২৩।

১১৬৭। এ আয়াত ইঙ্গিত করে যে মুসলমানদের পরীক্ষা তখনও শেষ হয়নি। আরো ভয়ানক বিপদাবলী তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

১১৬৮। এ আয়াত পৌত্রলিক তীর্থ্যাত্রী সম্পর্কিত এবং ৯:২৮ আয়াতে উল্লেখিত ঘোষণার ভূমিকাব্দুরপ। তখন থেকে কোন পৌত্রলিকের
জন্য কা'বা ঘরের নিকটবর্তী হওয়ার অনুমতি ছিল না, যেমন হযরত আলী (রাঃ) নবম হিজরী সনে প্রথম হজের বা হজে আকবরের
দিনে মক্কায় সমবেত হজ্যাত্রীদের নিকট ঘোষণা করেছিলেন। তফসীরাধীন আয়াত উক্ত নিষেধাজ্ঞার কারণ ব্যক্ত করেছে। উপসনালয়
হিসাবে কা'বা এক আল্লাহত্র ইবাদতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। অতএব পৌত্রলিকদের এতে কিছুই করণীয় ছিল না। তারা আল্লাহ্
তাআলার তৌহীদের দুশ্মন এবং নিজেদের স্বীকারোক্তি মতেই তারা নিন্দিত অপরাধী।

১১৬৯। আল্লাহত্র মসজিদ দ্বারা ১৯ আয়াতে বর্ণিত ‘পবিত্র মসজিদ’ বুঝায়। কারণ পবিত্র মসজিদ বা কা'বা ইসলাম ধর্মের কেন্দ্রীয়
মসজিদ এবং পৃথিবীর সকল মসজিদের আদর্শ।

১১৭০। কা'বার বাহ্যিক এবং বাস্তব উপকার নিজ স্থানে যদিও খুবই প্রশংসনীয়, তবু এর আধ্যাত্মিক উপকারের সঙ্গে তা তুলনীয় হতে
পারে না, যা কেবল একজন মুসলমানই অর্জন করতে পারে। তফসীরাধীন আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম হলো, ইসলাম এর অধ্যাদেশসমূহের
বাহ্যিক প্রচলিত প্রথা বা আচার থেকে এর অন্তরালে নিহিত মৌলিক আত্মিক চেতনার প্রতিই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। নবী করীম
(সা:) এর এক হাদীসে আছে যে মু’মিনের জীবন কা'বা থেকে অধিকতর পবিত্রতার অধিকারী (মাজাহ)।

২০। *যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, নিজেদের ধন-সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদায় অনেক বড়। আর এরাই সফল হবে।

২১। *তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাঁর পক্ষ থেকে তাদেরকে রহমত, সন্তুষ্টি ও এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন যেখানে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী নেয়ামত।

২২। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ তিনিই, যাঁর কাছে রয়েছে এক মহা পুরস্কার।

২৩। হে যারা ঈমান এনেছ! *তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমাদের ভাইয়েরা ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে প্রাধান্য দিলে তোমরা (তাদেরকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না^{১১১}। আর তোমাদের মাঝে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে তারাই যালেম।

২৪। তুমি বল, 'তোমাদের পিতৃপুরুষ, তোমাদের সন্তানসন্তি, তোমাদের ভাইয়েরা, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের (অন্যান্য) আত্মীয়স্বজন এবং তোমরা যে ধনসম্পদ অর্জন কর ও যে ব্যবসাবাণিজ্য তোমরা মন্দার ভয় কর এবং তোমরা যে বাড়ীঘর পছন্দ কর, (এসব) যদি আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জেহাদ করা থেকে তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয়^{১১২} তাহলে আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে না আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ দুর্কর্মপরায়ণ লোকদের হেদয়াত দেন না।

২৫। নিশ্চয় *আল্লাহ অনেক (যুদ্ধ) ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন এবং (বিশেষভাবে) হৃন্তানের (যুদ্ধের) দিনেও, যখন তোমাদের সংখ্যার আধিক্য তোমাদের অহংকারী করে তুলেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি। আর পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তখন তোমরা পিঠ দেখিয়ে পালিয়েছিলে^{১১৩}।

أَلَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ إِيمَانِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ أَعْظَمُهُمْ رَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ⑩

يُبَشِّرُهُمْ بِإِيمَانِهِمْ بِرَحْمَةٍ قَنْتَهُ وَ رِضْوَانٍ وَ جَنَّتٍ لَهُمْ فِيهَا تَعِيشُ مُقِيمٌ ⑪
خَلِدَيْنَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ⑫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُمْ تَتَّخِذُونَ أَبَاءَهُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ أَوْ لِيَتَأْتِيَ إِنَّ اسْتَحْيِيُوا الْكُفَّارَ عَلَى الْأَيْمَانِ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑬

قُلْ إِنَّمَا كَانَ أَبَاءُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوَالُ إِلَيْكُمْ فَتَرَكُوهَا وَ تَحْكَارُهَا تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنَ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مَنْ مِنَ الْأَنْوَارِ وَ رَسُولِهِ وَ جَهَنَّمَ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِإِمْرِهِ وَ إِنَّمَا كَانَ يَهْدِي الْقَوْمَ ⑯

لَقَدْ نَصَرَكُمْ أَللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ بِيَوْمٍ مُّحْتَيْنٍ لَدُهُ أَعْجَبَ شَكْمَ كَثِيرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ شَمَّ وَ لَيَتَمْمَ مُذَبِّرٍ بِنَنَ ⑭

দেখুন ৪ ক. ৪১৯৬; ৫৭৪১; খ. ৩১৬; ৫১৩; ১০৭২; ১০১০; ৫৭৪২১; গ. ৩১২৯; ৪৪১৪০.১৪৫; ৯১৬; ৫৮১২৩; ঘ. ৩১২৪।

১১৭১। এ আয়াত কাফিরদের সেই দলের প্রতি নির্দেশ করে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে তৎপরতার সাথে শক্তি করতো এবং ইসলামকে নিচিহ্ন করে দিতে কঠোরভাবে প্রচেষ্টা চালাতো।

১১৭২। ধর্মের মোকাবিলায় আত্মীয়তার বন্ধন ও আত্মীয়-কুটুম্বের প্রতি ভালবাসা এবং জাগতিক ধন-সম্পদ, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং ভূসম্পত্তির বিবেচনা প্রাধান্য পাওয়া সমীচীন নয়। যখন ধর্মবিষয়ক মহত্ত্ব কারণ এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কোন বিবেচনার প্রশ্ন উঠে তখন এ সকল ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়।

১১৭৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৬। এরপর আল্লাহ তাঁর রসূল ও মুমিনদের প্রতি তাঁর প্রশাস্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তিনি এমন এক বাহিনী অবতীর্ণ করলেন যাদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছিলে না। আর যারা অস্ত্রীকার করেছিল তিনি তাদেরকে আযাব দিলেন। আর অস্ত্রীকারকারীদের প্রতিফল এমনটিই হয়ে থাকে।

২৭। এরপরও আল্লাহ যার জন্য চান তওবা গ্রহণ করে অনুগ্রহ করে থাকেন। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

২৮। হে যারা ঈমান এনেছ! মুশরিকরাতো অপবিত্র★। অতএব তারা যেন তাদের এ বছরের পর মসজিদুল হারামের কাছে না যায়। আর তোমরা যদি দারিদ্রের ভয় কর তাহলে আল্লাহ চাইলে অবশ্যই নিজ অনুগ্রহে তোমাদের সম্পদশালী করে দিবেন'⁹⁸। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

★ ২৯। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মাঝে যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম বলে গণ্য করে না এবং যারা সত্য ধর্মকে ধর্ম হিসেবে অবলম্বন করে না,

দেখুন : ক. ৯৪০; ৪৮২।

১১৭৩। মক্কার পতনের পরে এক সময় হাওয়াফিন এবং সাকিফ গোত্র একত্রে সেনাবাহিনী গঠন করেছিল এবং মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাতে অগ্রসর হয়েছিল। রসূল করীম (সাঃ) মক্কা থেকে পনের মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হুনায়ন প্রান্তরে তাদের মোকাবিলা করেছিলেন। মককায় মুসলমান সেনাদলে যোগদানকারী ২,০০০ নবদীক্ষিত মুসলমানসহ ১২,০০০ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী তাঁর সঙ্গে ছিল। নবী করীম (সাঃ) এর নিয়মের ব্যতিক্রমে এ নওমুসলিমদল তাড়াভূঢ়া করে শক্রকে আক্রমণ করে বসে, কিন্তু দ্রুত প্রতিঘাতে হতভু হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এলোপাতাড়ি পলায়ন করে। ফলে মুসলমান বাহিনী, যারা সংকীর্ণ গিরিখাতের মাঝে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তাদের মাঝে চাঞ্চল্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এ ছত্রভঙ্গ অবস্থার মাঝে আঁ হ্যরত (সাঃ) এর চারপাশে রংগক্ষেত্রে মাত্র ১০০ লোক ছিল। শক্রপক্ষের তৌরন্দাজবাহিনীর তৌরগুলো তাঁর চতুর্দিকে বৃষ্টির মত পড়ছিল। সে ছিল এক ষ্বাস-রুদ্ধকর চরম বিপদের মুহূর্ত। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁর বহুকারী খচরকে শক্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্ভীকভাবে পরিচালিত করে যথাসাধ্য উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করে বলে চলেন, “আমি নিশ্চয় আল্লাহর নবী। এতে কোন মিথ্যা নেই। আমি আবুল মুত্তালিবের পুত্র।” নবী (সাঃ) এর চাচা আবাস (রাঃ) যিনি অত্যন্ত উচ্চ আওয়াজের অধিকারী ছিলেন, পলায়নপর মুসলমানদেরকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। তারা অতি কষ্টে পুনঃ শ্রেণীবদ্ধ হয়ে নেতার (নবী-সাঃ) নিকটে দ্রুত ফিরে গেল এবং প্রচণ্ডভাবে শক্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। শক্ররা ভীত-সন্ত্রস্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করলো। তুলাদণ্ড উল্টে গেল। সেই দিনের যুদ্ধে মুসলমানদের নির্দশনমূলক বিজয় হলো এবং অন্যন ৬০০০ কাফির বন্দী হলো (তাবারী ও হিশাম)।

* [মুশরিকদের অপবিত্র হওয়ার অর্থ হলো তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অপবিত্রতা। এ দিয়ে দৈহিক অপবিত্রতা বুঝানো হয়নি। অতএব মুশরিকদের হজ্জ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্য হলো, তাদের অংশীবাদিতাপূর্ণ আচার অনুষ্ঠানের সাথে হজ্জ করে থাকতো। হ্যরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং অন্যান্য হানাফী ফিকাহবিদদের মতে মুশরিকরা মুসলমানদের সব মসজিদে এমন কি মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে পারে। তবে সেখানে তাদের অংশীবাদিতাপূর্ণ আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হজ্জ অথবা উমরাহ করার অনুমতি নেই। সুতরাং লিখিত আছে লি আল্লাহ লায়মাল মুরাদু মিন আয়াতিল ইন্নামাল মুশরিকুনা নাজাসুন ফালা ইয়াকুরাবুল মাসজিদাল হারামা-আল্লাহইয়া আন দুখুলিল মাসজিদাল হারাম। ওয়া ইন্নামাল মুরাদু আল্লাহই আইয়াহজ্জাল মুশরিকুনা আও ইয়া তামির কামা কানু ইয়া মালুনা ফিল জাহিলিয়াতি (আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিলাতুহ, ড: ওয়াহবাতুহ, রাবে' রাবে') কর্তৃক উদ্বৃত্তে অনুদিত কুরআন কর্মৈ প্রদত্ত চীকা দ্রষ্টব্য)]

১১৭৪ চীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

شُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَعِينَتَهُ عَلَىٰ
رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ
جِنْوَدًا لِّمَتَرَدَهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ
كَفَرُوا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفَّارِ يَنْ^{১৪}

شُمَّ يَتُوبُ إِلَهٌ مَّنْ بَخْرَ ذَلِكَ عَلَىٰ
مَنْ يَشَاءُ، وَإِلَهٌ غَفُورٌ رَّحِيمٌ^{১৫}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
تَجَسَّسُ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
بَعْدَ عَمَرِهِمْ هَذَا حِلٌّ وَإِنْ خَفْتُمْ عَيْلَةً
فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمُ اللَّهُ مَنْ فَصَلِمَ رَأْ
شَاءَ دِرَانَ اللَّهُ عَلِيهِ حَكِيمٌ^{১৬}

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَا بِيَوْمِ الْآخِرَةِ لَا يُحِرِّرُ
مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُذْتُوا

৪ তারা (নতি ও) অধীনস্থতা স্বীকার করে (নিজেরা) স্বেচ্ছায়
(৫) 'জিয়া' না দেয়া প্রয়োগ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
১০ কর।^{১৭৫}

★ ৩০। আর 'ইহুদীরা বলে, 'উয়ায়ের'^{১৭৬} আল্লাহর পুত্র'। আর খৃষ্টানরা বলে, 'মসীহ আল্লাহর পুত্র'। এ সবই তাদের মুখের কথা। ইতোপূর্বে যারা অস্বীকার করেছিল এরা তাদের কথার অনুকরণ করছে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন। এদের বিপথে কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে!

৩১। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মীয় আলেম ও সন্ন্যাসীদের^{১৭৭} এবং মরিয়মের পুত্র মসীহকে প্রভু বানিয়ে রেখেছে। অথচ 'তাদেরকে কেবল এক-অদ্বীতীয় উপাস্যের ইবাদত করারই আদেশ দেয়া হয়েছিল।

দেখুন : ক. ২৪১৯১; খ. ২৪১১৭; ৫৪১৮; ১০৪৬৯; গ. ১২৪৪১; ১৭৪২৪; ৯৮৪৬।

১১৭৪। মক্কা এক বিরাট ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল এবং হজ্জের মৌসুম ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য বিশেষ কর্মচক্রের সময় এবং আরববাসীদের বহু আয়-উপার্জনের উৎসস্থান। এসব বাধানিষেধ আরোপের কারণে তাদের আয়ের পথে বিরুপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মনে।

১১৭৫। 'আইয়াদীন' এখানে আলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে: (১) স্বেচ্ছায় এবং মুসলমানদের উচ্চতর ক্ষমতার স্বীকৃতিস্বরূপ, (২) নগদ অর্থে, পরে কিংবা কিসিতে পরিশোধ নয়, (৩) মুসলমানদের অনুগ্রহক্রপে বিবেচনা করে। 'আন' অর্থ কারণ এবং 'ইয়াদ' অর্থ ক্ষমতা ও অনুগ্রহ (লেইন)। এ আয়াত আহ্লে কিতাবের মাঝে যারা আরবে বসাবাস করতো তাদেরকে বুঝায়। এসব লোকও পৌত্রলিঙ্কদের মত ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে সক্রিয় ছিল এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ঘট্যন্ত্রে লিঙ্গ ছিল। মুসলমানরা এসব লোকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আদিষ্ঠ হয়েছিল যতক্ষণ না তারা আনুগত্যের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে রাজি হয়। অতএব মুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে এসব অ-মুসলিমরা স্বাধীন নাগরিক হিসাবে যে নিরাপত্তা ভোগ করতো এর বিনিময়ে যে কর তাদের উপরে ধার্য করা হতো তাকে 'জিয়া' বলা হতো।

উল্লেখ্য, অযুসলমানদের উপরে নির্ধারিত 'জিয়ার' বিপরীত মুসলমানদের উপরে যাকাতরূপে অনেক বেশি কর ধার্য ছিল। তদুপরি অযুসলমানদের দেশরক্ষার দায়িত্ব থেকে নিশ্চিত দেয়া হতো। এমতাবস্থায় তারা মুসলমানদের তুলনায় অনেক আরামে ছিল। কারণ তাদেরকে লঘু কর দিতে হতো এবং সামরিক কর্তব্য থেকেও তারা নিষ্ঠার পেত। 'সা-গিরুন' শব্দ অবীনন্দ্র রাজনৈতিক অবস্থা বুঝায়। অন্যথায় তারা মুসলমানদের সাথে সমান সামাজিক অধিকার ভোগ করতো। আরবের পৌত্রলিঙ্করা এবং প্রতিবেশী ইহুদী ও খৃষ্টানরা ইসলামের প্রধান শক্তি ছিল। পৌত্রলিঙ্কদের সাথে বিশ্বাসীদের সম্পর্ক বর্ণনা করার পর এ সূরা তফসীরাধীন আয়াত দ্বারা আহ্লে কিতাবের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক বর্ণনা করছে, বিশেষভাবে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মতবাদের ব্যাপারে।

১১৭৬। উয়ায়ের বা ইয়ারা খৃষ্টপূর্ব মৃম্ব শতাব্দীতে বাস করতেন। উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ পুরোহিত সেরাইয়াহর বংশধর উয়ায়ের নিজেও পুরোহিত-স্বভাবের লোক ছিলেন এবং ধর্ম্যাজক ইয়ারা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর মুগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং ইহুদী ধর্মের উন্নতি সাধনে সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ইসরাইলী নবীগণের মাঝে তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত। মদীনার ইহুদীরা এবং ধায়রামাউতের এক ইহুদী ফেরকা তাকে খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করতো। রাব্বীগণ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার সাথে তার নাম সংযুক্ত করে।

রেনান (Renan) তার রচিত 'ইহুদীজাতির ইতিহাস' (History of the people of Israel) পুস্তকের ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন যে ইহুদী জাতির নিশ্চিত সংবিধান ইয়ারার আমলেই কোন এক নির্দিষ্ট সময় থেকে আরম্ভ হয়েছিল। রাব্বীগণের সাহিত্যে তিনি নিয়ম-প্রণালী বা আইন-কানুনের যোগ্য মাধ্যমরূপে বিবেচিত হতেন, যদি না পূর্বাহোই হয়রত মুসা (আঃ) এর উপর শরীয়ত অবতীর্ণ হতো। তিনি নিহিমিয়ার সহযোগিতায় কাজকর্ম সম্পাদন করেছিলেন এবং ১২০ বৎসর বয়সে ব্যবিলোনিয়াতে মৃত্যু বরণ করেন (জিউ এনসাইকোঃ ও এনসাইকো বিবঃ)

১১৭৭। 'আহবা-র' ইহুদী আলেম বা পতিত ব্যক্তি এবং 'রুহবা-ন' খৃষ্টান সন্ন্যাসী বা পুরোহিত।

الْعَيْتَبَ حَتَّى يُغْطِوا الْجَرْيَةَ عَنْ
يَوْمٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ^{১৭৮}

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزِيزٌ إِبْنُ اللَّهِ وَ
قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِينِيُّ إِبْنُ اللَّهِ
ذِلِّكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِهُونَ
قَوْلَ الْزَّيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِهِ
قَاتَلُهُمُ اللَّهُ نَجَّابٌ يُؤْفَكُونَ^{১৭৯}

إِتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ آذَابًا
مَنْ دُونَ اللَّهِ وَأَنْمَسِيَّ إِبْنَ مَرْيَمَ
وَمَا أُمِرُوا رَأَلَ لِيَغْبُدُوا إِلَهًا

তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তারা যা শরীক করছে তিনি এ থেকে পবিত্র।

৩২। ^كতারা তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহর তাঁর নূরকে পূর্ণতা প্রদান করা ছাড়া (অন্য সব কিছু) নাকচ করেন, যদিও অস্বীকারকারীরা তা অপচন্দ করে^{১৭৮}।

৩৩। ^كতিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি সব ধর্মের ওপর একে বিজয়ী করে দেন, মুশরিকরা (তা) যতই অপচন্দ করুক^{১৭৯}।

৩৪। হে যারা ঈমান এনেছ! নিচয় ^গওলামাদের ও সন্ন্যাসীদের অনেকে অন্যায়ভাবে লোকের ধনসম্পদ গ্রাস করে এবং ^كআল্লাহর পথে যেতে (লোকদের) বাধা দেয়। আর যারা সোনা ও রূপা মজুদ করে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না, তাদেরকে তুমি যন্ত্রণাদায়ক আয়াবের সুসংবাদ দাও,

৩৫। যেদিন জাহানামের আগুনে এসব (সোনা রূপাকে) উত্পন্ন করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপালে, তাদের পাৰ্শ্বদেশে ও তাদের পিঠে দাগানো হবে^{১৮০}। (তখন তাদের বলা হবে,) ‘এ সেই (সম্পদ) যা তোমরা নিজেদের জন্য মজুদ করতে। অতএব তোমরা যা মজুদ করতে এর স্বাদ ভোগ কর।’

দেখুনঃ ক. ৬১৯; খ. ৪৮৪৯; ৬১১০; গ. ৪৪১৬২; ঘ. ৪৪১৬১।

১১৭৮। আরবের খৃষ্টান অধিবাসীরা সিরিয়াতে বসবাসকারী তাদের শক্তিশালী স্বধর্মীয় ভাইদেরকে উত্তেজিত করেছিল এবং তাদের সহযোগিতায় আরবভূমিতে আল্লাহর তাালালা কর্তৃক উদীপ্ত ইসলামের জ্যোতিকে নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল। পারশ্য জাতিকে হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে ইহুদীরাও ঠিক একইরূপ চেষ্টা করেছিল।

১১৭৯। পবিত্র কুরআনের তফসীরকারীরা সকলেই একমত পোষণ করেন যে রসূল করীম (সাঃ) এর হাদীস মতে, ইসলাম ধর্মের চূড়ান্ত বিজয় প্রতিশ্রূত মসীহীর (আঃ) এর যুগে ঘটবে (জরীর) যখন বিভিন্ন ধর্ম আত্মপ্রকাশ করবে এবং প্রত্যেকেই স্ব শিক্ষা প্রচারে পূর্ণোদয়মে চরম প্রচেষ্টা চালাবে। ইসলাম ধর্মের আদেশ এবং নীতির মহত্ব বা পরমোৎকর্ষ ইতোমধ্যেই ক্রমশ স্বীকৃতি লাভ করে চলছে এবং সেদিন বেশি দূরে নয় যখন ইসলাম অন্যান্য সকল ধর্মবিশ্বাসের উপর বিজয় লাভ করবে এবং সেইসব ধর্মের অনুসারীরা দলে দলে ইসলামের শাস্তির ছায়াতলে সমবেত হবে।

১১৮০। এ বর্ণনা আলফারিক বা রূপক। যখন কোন ধনী ব্যক্তি কৃপণতা বা অহঙ্কারের কারণে নিঃস্ব বা দরিদ্র লোককে সাহায্য দিতে অবৈকার করে তখন তার কপাল সংকুচিত হয়ে জরুটী পরিদৃষ্ট হয়। তৎপর সে পাশ ফিরে শেষ পর্যন্ত তাছিলের সঙ্গে সাহায্যপ্রার্থীকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। যথাযথভাবেই উল্লেখিত হয়েছে যে কপালের পাশে এবং পিঠে দাগ দেয়া হবে, অর্থাৎ (কলক) চিহ্নিত করা হবে।

وَأَحَدًا هُنَّ لِلَّهِ رَبِّهِ مُسْتَحْمَنٌ
عَمَّا يُشْرِكُونَ^{১৮১}

بِرِئَةٌ وَّنَّ أَنْ يُطْفَئُوا نُورَ اللَّهِ
بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا آتَ
بُتْتَمَّ نُورَهُ وَلَوْكِرَةُ الْكُفَّارِ^{১৮২}

هُوَ الَّذِي أَذْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ
دَبَّنَ الْحَقِّ رِيْظَهُرَةً عَلَى الْجِبَرِينَ
كُلِّهِ وَلَوْكِرَةُ الْمُشْرِكِونَ^{১৮৩}

يَا يَهَا إِلَّذِينَ أَكْنُوا لَنَّ كَثِيرًا
مِّنْ أَلْحَبَابِ وَالرُّبَابِ لَيَا كُلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَأْسِ طَلِّيَصْدُورَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ^{১৮৪}

بِيَوْمٍ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُخْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَ
ظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لَا نَفِسُكُمْ
فَذُو قُوَّامًا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ^{১৮৫}

★ ৩৬। নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টিতে মাসের গণনা হলো বার মাস^{১৪১}। এ হলো আল্লাহর বিধান। যেদিন থেকে তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন (সেদিন থেকে) এ (মাসগুলো হতে) চার মাসকে সম্মানিত^{১৪২} মাস (বলা) হয়। এটাই সেই ধর্ম যা স্থায়ী হবে। অতএব তোমরা এ (মাসগুলোতে) নিজেদের প্রতি অবিচার করো না। আর তোমরা (অন্য মাসগুলোতে) মুশরিকদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়ে সেভাবে যুদ্ধ কর যেভাবে তারা সম্মিলিত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

৩৭। নিশ্চয় (সম্মানিত মাসগুলো) আগ-পাছ করা কুফরীতে এক বাড়তি সংযোজন^{১৪৩}। এর মাধ্যমে অঙ্গীকারকারীদের পথভ্রষ্ট করা হয়। তারা একে কোন এক বছর বৈধ সাব্যস্ত করে আবার কোন এক বছর একে অবৈধ সাব্যস্ত করে যাতে আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত বলে নির্ধারিত মাসের সংখ্যা তারা পূর্ণ করতে পারে এবং আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন তারা তা বৈধ করতে পারে। ^৫ তাদের কৃতকর্মের কুৎসিত দিক তাদের জন্য সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। আর আল্লাহ কাফিরদের হেদায়াত দেন না।

★ ৩৮। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের হয়েছে কী, তোমাদেরকে আল্লাহর পথে (জেহাদের জন্য) দলবদ্ধভাবে বের হতে বলা হলে তোমরা দুনিয়ার প্রতি ভীষণ আসক্ত^{১৪৪} হয়ে পড়? ^৬ তোমরা কি পারলৌকিক জীবনের বদলে পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছ? সেক্ষেত্রে (মনে রেখো) ^৭ পার্থিব জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরকালে নিতান্তই তুচ্ছ (বলে প্রতীয়মান) হবে।

দেখুন : ক. ৬৪৪; ১৩৪৩৪; ১৬৪৬৪; ২৭৪২৫; ২৯৪৪৯; ৩৫৪৯; খ. ১৩৪২৭; গ. ৩৪১৫।

১১৮১। চান্দ্র বছর এবং সৌর বছর উভয়ই ১২ মাসে নির্ধারিত।

১১৮২। যিল-কাদাহ, যিল-হাজ, মুহাররম ও রজব চারটি সম্মানিত মাস।

১১৮৩। আরবদের দীর্ঘ দিনের প্রথার প্রতি এ আয়াত ইঙ্গিত করছে। পর পর তিনটি মাস (যিল-কাদাহ' যিল-হাজ এবং মুহাররম) লুঁগুল-মূলক অভিযান থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখার জন্য তাদের নিকট কখনো কখনো অতি দীর্ঘ সময় বলে মনে হতো। এ কারণে সম্মানিত মাসগুলোর মাঝে নিষেধাজ্ঞা হতে নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্যই তারা কোন কোন সময় এক সম্মানিত মাসকে সাধারণ মাসে এবং এক সাধারণ মাসকে সম্মানিত মাসে পরিবর্তিত করে নিত।

১১৮৪। কথাটি তাবুক অভিযান সম্পর্কে। তাবুক শহর দামেশক এবং মদীনার প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। নবী করীম (সাঃ) কে সংবাদ দেয়া হয়েছিল যে রোমান নামে খ্যাত পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের শ্রীকরা সিরিয়ার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করেছে। প্রায় ৩০,০০০ লোকের এক সেনাবাহিনীসহ আঁ হ্যারত (সাঃ) নবম হিজরী সনে সিরিয়া অভিযুক্তে মদীনা ত্যাগ করলেন। মুসলমান সৈন্যদেরকে দীর্ঘ ও বশ্বুর পথ অতিক্রম করতে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহিতে হয়েছিল। একে 'জাইশুল উস্রা' অর্থাৎ দুঃখময় সেনাবাহিনী নামে অভিহিত করা হয়।

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ أَثْنَا
عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا آذَبَهُ حُرُمَطٌ
ذَلِكَ الَّتِينَ الْقِيمَةُ فَلَا تَظْلِمُوا
فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ
كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُوكُمْ كَافَةً وَ
اَغْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ⑥

إِنَّمَا النَّسَيْنِ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلِّ
إِنَّمَا الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا
وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُلْبِيُوا طَوْعًا
مَا حَرَمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَمَ اللَّهُ
زُّبُنَ لَهُمْ سُوءٌ أَعْمَلُكُمْ دَاءَ اللَّهُ لَ
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفَّارِ ⑦

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا كُمْ رَدَا قَيْلَ
لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَيِّلِ اللَّهِ أَشَّاقَلْتُمْ
إِلَى الْأَرْضِ أَرَضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا كَتَبْتُمُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَيْلَ ⑧

৩৯। তোমরা (জেহাদের জন্য) দলবদ্ধ হয়ে বের না হলে আল্লাহ তোমাদের এক যন্ত্রণাদায়ক আঘাত দিবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে নিয়ে আসবেন এবং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪০। তোমরা এ (রসূলকে) সাহায্য না করলেও (শরণ রেখো) আল্লাহ তাকে পূর্বেও সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিররা তাকে (জন্মভূমি থেকে) বের করে দিয়েছিল এবং গুহায় সে ছিল দু'জনের একজন। তখন সে তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'দুশিষ্ঠা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।' তখন 'আল্লাহ তার'^{১৮৫} ওপর নিজ প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাকে এমন বাহিনী দিয়ে সাহায্য করলেন যাদেরকে তোমরা কথনো দেখনি। আর তিনি অঙ্গীকারকারীদের কথা তুচ্ছ প্রতিপন্থ করলেন। আর আল্লাহর কথাই প্রাধান্য লাভ করে থাকে। আর আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময় ^{১৮৬}।

৪১। তোমরা হালকা বা ভারি (অস্ত্রে সজ্জিত) অবস্থায় বেরিয়ে পড়^{১৮৭} এবং তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের জীবন দিয়ে 'আল্লাহর পথে জেহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে।

দেখুন : ক.১৯২৬; ৪৮৪২৭.; খ. ৮৪৭৫; ৯৪৮,১১১; ৬১৪১২।

১১৮৫। 'তার ওপর নিজ প্রশান্তি' বাক্যাংশে 'তার' সর্বনামটি হ্যরত আবু বকর (রাঃ) কে বুঝায়। কেননা হ্যরত নবী করীম (সাঃ) ছিলেন সার্বক্ষণিকভাবে প্রশান্ত এবং নির্লিঙ্গ এবং 'তাকে এমন বাহিনী দিয়ে' এ বাক্যাংশের সর্বনাম আঁ হ্যরত (সঃ) কে বুঝায়। সর্বনাম ব্যবহারের এরপ তারতম্য আরবী ভাষায় দেখা যায় এবং একে 'ইনতিশারুজ্য যামায়ের' বলা হয় (দেখুন ৪৮৪১০)।

১১৮৬। এ উক্তি হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হিজরত সম্পর্কে। এটা সেই সময়ের কথা যখন হ্যরত আবু বকর (রাঃ) কে সঙ্গে নিয়ে নবী করীম (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় যাওয়ার পথে সওর পর্বত গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এ আয়াত হ্যরত আবু বকর (রাঃ) এর আধ্যাত্মিক উচ্চ মর্যাদার উপরে 'দু'জনের একজন' এ উক্তি দ্বারা আলোকপাত করছে, যাদের সাথে আল্লাহ ছিলেন এবং আল্লাহ তাআলা যাদের তর দূর করেছিলেন।

ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে গিরিকন্দরে হ্যরত আবু বকর (রাঃ) যখন কাঁদতে আরষ করলেন এবং যখন আঁ হ্যরত (সাঃ) জিজেস করলেন কেন তিনি ক্রন্দন করছেন তখন উত্তরে তিনি (রাঃ) বললেন, আমার জীবনের জন্য আমি কাঁদি না, হে আল্লাহর রসূল! কারণ আমার যদি মৃত্যু হয় তাহলে শুধু তা হবে একটি জীবনেরই অবসান। কিন্তু আপনি যদি মৃত্যু বরণ করেন তাহলে তা হবে ইসলামের মৃত্যু এবং গোটা মুসলিম জাতির অবসান (যুরকানী)।

১১৮৭। হালকা অথবা ভারী শব্দবয়ের মর্ম হতে পারে, যুবক বা বৃন্দ, একাকী বা দলবলে, পদব্রজে বা ঘোড়ায় চড়ে, যথেষ্ট অন্তর্শস্ত্র এবং খাদ্য-সম্ভার সহ অথবা অপ্রতুল হাতিয়ার এবং অপর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য সহ ইত্যাদি।

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
وَيَسْتَبِدُّلُ قَوْمًا غَيْرَ كُمْ وَلَا تَضْرُبُ
شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^⑦

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ
أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَثْنَيْنِ
إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ
لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَانْرَأَ
اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ
لَهُتَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا
السُّفْلَ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ^⑧

إِنْفِرُوا خِفَا فَأَوْثِقَا لَغَوْجَا هُدُوا
بِمَا مَوَالِكُمْ وَأَنْفِسِكُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ذُرِّكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ رَاثَ كُنْثُمْ
تَعْلَمُونَ^⑨

৪২। যদি দূরত্ব কম হতো এবং সফর সহজ হতো তবে তারা নিশ্চয় তোমাকে অনুসরণ করতো। কিন্তু কষ্ট স্বীকার করা তাদের জন্য ছিল দুঃসাধ্য^{১৮৮}। আর তারা আল্লাহ'র কসম খেয়ে বলবে, 'আমাদের যদি সাধ্য থাকতো নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে বেরিয়ে পড়তাম।' তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধৰ্ষণ করছে। আর আল্লাহ' জানেন, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

৪৩। আল্লাহ' তোমাকে মার্জনা করুন^{১৮৯}। যারা সত্য বলছিল তাদের বিষয়টি তোমার কাছে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং মিথ্যাবাদীদের না চেনা (পর্যন্ত) তুমি তাদের (অর্থাৎ অব্যাহতি প্রার্থনাকারীদের) কেন অনুমতি দিলে?

৪৪। যারা আল্লাহ' ও পরকালে ঈমান রাখে তারা নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে জেহাদ করা থেকে তোমার কাছে অব্যাহতি চায় না। আর আল্লাহ' মুত্তাকীদের ভাল করেই জানেন।

৪৫। তোমার কাছে কেবল তারাই অব্যাহতি চায় যারা আল্লাহ' ও পরকালে ঈমান রাখে না। তাদের হৃদয় সন্দেহগ্রস্ত এবং তারা সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাঁক থাচ্ছে।

৪৬। আর তারা যদি (জেহাদে) বের হওয়ার সংকল্প করে থাকতো তাহলে তারা এর জন্য নিশ্চয় প্রস্তুতিও নিত। কিন্তু (এ মহৎ উদ্দেশ্যে) তাদের অভিযাত্রাকে আল্লাহ' পছন্দ করেন নি। তাই তিনি তাদেরকে (সেখানেই) বসে থাকতে দিলেন এবং (তাদের) বলা হলো, '(ঘরে) বসে থাকা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক।'

১১৮৮। তাবুকের পথ খুবই দুর্গম এবং যাত্রা কষ্টসাধ্য ছিল। মুসলমান সৈন্যবাহিনীকে অত্যন্ত গরম আবহাওয়ায় সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় ২শ' মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল এক বিশাল শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য। এটা ছিল ফসল কাটার মৌসুম এবং পাকা ফলের ভারে গাছপালা ঝুঁকে পড়েছিল।

১১৮৯। 'আফাল্লাহ' আনকা' আরবী ভাষার এ উক্তির মর্ম এটা নয় যে নবী আকরম (সাঃ) কর্তৃক কৃত কোন পাপকে ক্ষমা করা হয়েছিল, বরং এটা আঁ হ্যরত (সাঃ) এর জন্য ঐশ্বী ভালবাসা এবং আগ্রহাতিশয় প্রকাশ বুঝায়।

لَوْ كَانَ عَرَصًا قَرِيبًا وَ سَفَرًا
قَا صَدًا لَا تَبْغُوكَ وَ لِكِنْ بَعْدَتْ
عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَ سَيَخْلِفُونَ
بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعْكُمْ
يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
لَا تَهْمِلُكُمْ لَكُذْبُونَ^{১৯}

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ
حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ ضَدَّقُوا
وَ تَعْلَمَ الْكَذِبِينَ^{২০}

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَ الْيَوْمَ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ
بِالْمُتَّقِينَ^{২১}

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَ الْيَوْمَ الْآخِرِ وَ ازْتَابَتْ
قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ
يَتَرَدَّدُونَ^{২২}

وَ لَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَكَعْدُوا لَهُ
عَذَّةً وَ لِكِنْ كَرِهَ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ
فَشَيَّطَهُمْ وَ قَيْلَ أَقْعُدُوا مَعَ
الْقِعْدِينَ^{২৩}

★ ৪৭। তারা যদি তোমাদের সাথে (জেহাদে) বেরও হতো তাহলে ক্ষতি তারা তোমাদের মাঝে কেবল বিশ্বখ্লাই সৃষ্টি করতো এবং তোমাদের মাঝে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ঘোড়া হাঁকিয়ে বেড়াতো। অথচ তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনার লোকও তোমাদের মাঝে রয়েছে। আর আল্লাহ্ যালেমদেরকে ভাল করেই জানেন।

৪৮। নিশ্চয় তারা আগেও নৈরাজ্য (সৃষ্টি করতে) চেয়েছিল এবং বিষয়াদি ওলটপালট করে তোমার কাছে (উপস্থাপন) করেছিল। অবশেষে সত্য এল এবং আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হলো, অথচ তারা (তা) ভীষণ অপছন্দ করছিল।

৪৯। আর তাদের কোন কোন লোক বলে, 'তুমি আমাকে (ঘরে বসে থাকার) অনুমতি দাও এবং আমাকে পরীক্ষায় ফেলো না। জেনে রাখ, তারাতো পরীক্ষায় পড়ে গেছে। আর জাহান্নাম অবশ্যই কাফিরদের সব দিক থেকে ঘিরে ফেলবে।

৫০। তোমার কোন কল্যাণ সাধিত হলে তাদের কষ্ট হয়। আর তোমার কোন বিপদ ঘটলে তারা বলে, 'নিশ্চয় আমরা আমাদের বিষয়ে আগে থেকেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিলাম।' আর তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে ফিরে যায়।

৫১। তুমি বল, 'আমাদের জন্য আল্লাহ্-নির্ধারিত বিপদ ছাড়া কখনো অন্য কোন বিপদ নেমে আসবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহ্ ওপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।

৫২। তুমি বল, 'তোমরা কেবল আমাদের ব্যাপারে দুঁটি কল্যাণের^{১১০} মাঝে একটিরই অপেক্ষা করতে পার।' পক্ষান্তরে আমরা তোমাদের জন্য এ অপেক্ষায় রয়েছি যে আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাত দিয়ে তোমাদেরকে আয়াব দিবেন। অতএব তোমরা অপেক্ষা কর। আমরাও তোমাদের সাথে নিশ্চয় অপেক্ষায় রইলাম।

لَوْخَرَ جُوا فِي حُكْمٍ مَا زَادُوكُمْ رَأَى
خَبَّاً لَا وَلَا أَوْضَعُوا خَلَدَكُمْ
يَنْهَغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَ فِي كُمْ
سَمُّعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ
بِالظَّلِيمِينَ ④

لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ
قَلَّبُوا الْكَثَرَ أَلْمُؤْرَحِّتَيْ جَاءَ الْحَقُّ
وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كُرِهُونَ ⑤

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَئِذْنَنِي وَلَا
تَقْتِنِي مَا لَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَلَا
جَهَنَّمَ لِمُجِيئَةِ يَا لِكُفَّارِيْنَ ⑥

إِنْ تُصِبِّكَ حَسَنَةً تَسُؤُهُمْ وَلَا
تُصِبِّكَ مُصِيَّبَةً يَقُولُوا قَدْ أَخَذَنَا
آمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَ يَتَوَلَّوْا وَ هُمْ
فَرِحُونَ ⑦

قُلْ لَنَّ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا
هُوَ مَوْلَانَا وَ عَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَسَّلُ
الْمُؤْمِنُونَ ⑧

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا رَحْمَةً
الْحُسْنَيَّيْنِ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ
أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ
عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِيْنَا سَفَرَرَبَّصُوا إِنَّ
مَعَكُمْ مُتَرَبَّصُونَ ⑨

৫৩। তুমি বল, ‘তোমরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যা-ই খরচ কর তোমাদের পক্ষ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না’^{১১৯১}। নিশ্চয় তোমরা দুর্কর্মপরায়ণ লোক।’

৫৪। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে তাদের অস্বীকার করা ছাড়াও কেবল অলস ^كঅবস্থায় নামাযে উপস্থিত হওয়া এবং অনিচ্ছার সাথে আল্লাহর পথে ব্যয় করাই তাদের এসব দান খয়রাত (আল্লাহর কাছে) গৃহীত হবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫৫। অতএব ^كতাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন তোমাকে অবাক না করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ এ সবের মাধ্যমেই ইহজীবনে তাদের আশাব দিতে চান^{১১৯২} এবং (তিনি আরো চান) কাফির থাকা অবস্থাই যেন তাদের প্রাণ বেরিয়ে যায়।

৫৬। আর নিশ্চয় তারা তোমাদের (দলের) লোক বলে আল্লাহর কসম খায়। অথচ তারা তোমাদের লোক নয় বরং তারা এক ভীতু জাতি।

৫৭। কোন আশ্রয়স্থল, কোন গুহা অথবা কোন লুকানোর জায়গা পেলে তারা অবশ্যই সে দিকে দ্রুত বেগে পালিয়ে যেত।

৫৮। আর তাদের মাঝে একদল লোক আছে, ^كযারা সদকাখ্যরাত সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে। তবে তা থেকে তাদের কিছু দেয়া হলে তারা খুশী হয়ে যায় এবং তা থেকে তাদের কিছু দেয়া না হলে তৎক্ষণাত তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

দেখুন : ক. ৪:১৪৩; খ. ৯:৮৫; গ. ৯:৭৯।

১১৯১। মুনাফিকদের (কপটদের) প্রতি শাস্তির প্রকৃতির পরিমাপ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। কোন জরিমানা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়নি, তাদেরকে কয়েদীও বানানো হয়নি, এমন কোন শাস্তিও দেয়া হয়নি যা সাধারণত এ জাতীয় অপরাধের জন্য দেয়া হতো। তাদেরকে কেবল সহজভাবে এটাই বলা হয়েছিল যে তাদের আত্মাকে পরিত্বকরণের জন্য যাকাতরপে যে একটি উপায় ছিল তা তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না। এতেই প্রতিপন্থ হয় যে কপটদের সাথে নবী করীম (সাঃ) এর ব্যবহার কোন আর্থিক বা পার্থিব প্রযোদিত ব্যাপার ছিল না।

১১৯২। মুনাফিকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে তাদের ধনসম্পদ এবং তাদের সন্তানসন্ততি যাদেরকে উপলক্ষ্য করে তারা যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত থেকেছিল তাদের জন্য চরম মর্ম বেদনার কারণ হবে। এরা যে ধর্মকে ঘৃণা করছে এদের সন্তানরা সেই ধর্মই গ্রহণ করবে এবং তাদের ধনসম্পদ এর উন্নতিকল্পে ব্যয় করবে।

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَّقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ
قَوْمًا فِي سِيقَيْنَ ^(১)

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتْهُمْ
إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِإِيمَانِهِ وَرَسُولِهِ وَلَا
يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا
يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرْهُونَ ^(২)

فَلَا تُغْرِبْنَكَ أَمَّا الْهُمْ وَلَا أَدْعُهُمْ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ بَهُمْ بِمَا فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ
وَهُمْ كُفَّارُونَ ^(৩)

وَيَخْلِفُونَ إِيمَانَهُمْ لِمِنْكُمْ
وَمَا هُمْ بِمِنْكُمْ وَلِيَعْلَمُهُمْ قَوْمٌ
يَفْرَّقُونَ ^(৪)

لَوْيَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرِبَةً
لَوْلَوْلَا إِنَّهُمْ هُمْ يَعْمَلُونَ ^(৫)

وَمِنْهُمْ مَنِ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ
فَإِنَّ أَعْطُوهُمْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ
يُعْطُوهُمْهَا لَدَّا هُمْ يَشْخُطُونَ ^(৬)

- ★ ৫৯। হায়! তারা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দানে সন্তুষ্ট থাকতো এবং বলতো, ‘আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট (এবং) আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ থেকে অবশ্যই আমাদের দান করবেন (আর) নিশ্চয় আমরা আল্লাহর প্রতি অনুরাগী’ (তাহলে এটাই তাদের জন্য উত্তম হতো)।

৭
১৩

৬০। ‘সদকা’^{১১৯৩} কেবল অভাবী, অসহায় এবং (সদকার কাজে নিয়োজিত) কর্মচারীদের প্রাপ্য। আর (এ সদকার অর্থ তাদেরও প্রাপ্য) যাদের অন্তরকে ধর্মের প্রতি অনুরাগী করা প্রয়োজন। আর দাসমুক্তি ও খণ্ডগ্রন্থদের (খণ্ডমুক্তির জন্য) এবং আল্লাহর পথে সাধারণ ব্যয় নির্বাহের ও মুসাফিরদের জন্যও (এ সদকার অর্থ খরচ করা যাবে)। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাবান।

- ★ ৬১। আর তাদের মাঝে এমন লোকও আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, ‘সে যে সবার কথায় কান দেয়’^{১১৯৪}। তুমি বল, ‘সে কান দেয় বটে তবে তা তোমাদেরই কল্যাণের জন্য। সে আল্লাহতে ঈমান আনে এবং মু’মিনদের বিশ্বাস করে এবং তোমাদের মাঝে যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য সে এক কৃপা’। আর যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আয়াব।

১১৯
৩

৬২। তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের কাছে আল্লাহর কসম খায়। অথচ তারা মু’মিন হয়ে থাকলে (তাদের জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল বেশি অধিকার রাখেন যে তারা তাকে (ও আল্লাহকে) সন্তুষ্ট করবে।

দেখুন : ক. ৯৯১২৮; ২১৯১০৮; খ. ৯৯৯৬।

১১৯৩। ‘সাদাকাত’ এর অর্থ এখানে বাধ্যতামূলক সদ্কা অর্থাৎ যাকাত। এ আয়াত যাকাতের উদ্দেশ্য এবং যাকাত যে ব্যক্তির উপর প্রদেয় তার স্বরূপ নির্ধারণ করেছে, যথা (ক) ‘ফোকারা’ একবচনে ফকীর (মূল শব্দ ফাকারা) যার অর্থ, এটা তার পিঠের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল (লেইন)। অর্থাৎ দরিদ্র অথবা রোগ-ব্যাধিতে যারা ভেঙ্গে পড়ে তারা, (খ) ‘মাসাকীন’ (এক বচনে মিস্কীন, মূল শব্দ সাকানা) অর্থাৎ সেই সকল লোক যারা কর্মশক্ত কিন্তু তাদের উপায়-উপকরণের অভাব, (গ) সেই সব লোক যারা যাকাত আদায়ে নিয়োজিত বা যাকাতের অন্য কোন কাজে জড়িত, (ঘ) অভাবগ্রস্ত নও-মুসলিম যাদের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে, (ঙ) গোলাম, কয়েদী এবং অনুরূপ অন্যান্য লোকজন যাদেরকে আজাদ বা মুক্ত হওয়ার জন্য মুক্তিপণ দিতে হবে, (চ) যারা তাদের খণ পরিশোধ করতে অক্ষম অথবা ব্যবসায়-বাণিজ্য অসাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রভৃতি, (ছ) যে কোন সৎ কাজের জন্য এবং (জ) মুসাফিরিতে অর্থাভাবে যারা অসহায় অবস্থায় নিপত্তিত অথবা যারা জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বের হয় অথবা সামাজিক উন্নতির উদ্দেশ্যে কাজ করে।

১১৯৪। ‘উয়নুন’ (শাস্তি অর্থ কান) এর মর্ম এমন ব্যক্তি যিনি শ্রবণ করেন এবং যা কিছুই তাকে বলা হয় তিনি তা বিশ্বাস করেন। নানা অবজ্ঞাপূর্ণ এবং ঘৃণাসূচক মন্তব্য যা রসূল করীম (সাঃ) এর অপবাদ রটনাকারীরা তাঁর সংস্কৰণে করেছিল, সেসবের মাঝে একটি ছিল সকল সংবাদ বিবরণী বা রিপোর্ট যা কিছু তাঁকে বলা হতো তিনি শুনতেন এবং তৎক্ষণাতই সত্য বলে বিশ্বাস করতেন, তিনি যেন যাত্রিক শ্রবণেন্দ্রিয়ে পরিণত হয়েছিলেন।

وَلَوْأَنَّهُمْ رَضُوا مَا أَشْدَقْمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَاتُلُوا حَسْبِنَا اللَّهُ سَيْئَتِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ لَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ^{১১}

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَيِّئِ الْأَلْهَمِ وَابْنِ السَّيِّئِ الْأَلْهَمِ وَفِي رِبَيْضَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيهِمْ حَكِيمٌ^{১২}

وَمِنْهُمُ الظَّالِمُونَ يُؤَذِّنُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنُنَا قُلْ أَذْنُنَّ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاللَّذِينَ يُؤَذِّنُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا^{১৩}

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرِضُوكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرِضُوكُمْ رَبِّنَا نُؤَامُرْمِنِينَ^{১৪}

৬৩। তারা কি জানে না, ^ك-যে-ই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শক্রতা করে নিশ্চয় তার জন্য জাহানামের আগুন (নির্ধারিত) রয়েছে, যেখানে সে দীর্ঘকাল থাকবে? এটাই চরম লাঞ্ছনা।

৬৪। মুনাফিকরা ভয় পায়^{۱۱۵} তাদের বিরুদ্ধে কোন সূরা না অবর্তীর্ণ করে দেয়া হয়, যা এদেরকে (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে) তাদের মনের গোপন কথা জানিয়ে দিবে। তুমি বল, 'তোমরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে থাক। তোমরা যে বিষয়ের ভয় করছ নিশ্চয় আল্লাহ তা প্রকাশ করেই ছাড়বেন।'

৬৫। তুমি তাদের জিজ্ঞেস করলে অবশ্যই ^كতারা বলবে, 'আমরা যে কেবল খোশগল্প ও হাসি তামাশায় মন্ত ছিলাম।' তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নির্দর্শনাবলী এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ করছিলে?'?

৬৬। ^كতোমরা (তোমাদের অপরাধের) কোন সাফাই গেয়ো না। নিশ্চয় তোমরা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছ। আমরা যদি তোমাদের এক দলকে মার্জনা করে দেই এবং অন্য একটি দলকে তাদের অপরাধী হওয়ার দরজন আযাব দেই (তবে তা হবে আমাদের একান্ত ব্যাপার)।

৬৭। মুনাফিক^{۱۱۶} পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা (স্বত্বাব চরিত্রে) একে অন্যের সাথে সাদৃশ্য রাখে। তারা মন্ত কাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজে বাধা দেয় আর (আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা থেকে) তাদের হাত গুটিয়ে রাখে। ^كতারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। তাই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন^{۱۱۷}। নিশ্চয় মুনাফিকরাই দুর্কর্মপরায়ণ।

৮ [৭]
১৪

দেখুন : ক. ৫৮৪৬,২১; খ. ২৪৪৫; গ. ৫৬৪৮; ঘ. ৫৯৪২০।

১১৯৫। মুনাফিকরা প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোন ভয় মনে স্থান দিত না। কারণ তারা রসূল করীম (সা)^ه এর ঐশ্বী-বাণী প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করতো না। এ আয়াত কেবল তাদের ব্যঙ্গ ও বিদ্রোহক প্রকৃতির পরোক্ষ উল্লেখ মাত্র।

১১৯৬। 'মুনাফিক' নাফাক শব্দ থেকে উৎপন্ন যার অর্থ ছিদ্র বা সরু গলিপথ যা মাটির ভিতর দিয়ে অপর প্রাপ্তে কোন স্থানে বের হয়, এবং আন্ন নিফাক এর অর্থ এক দরজার মাধ্যমে ঈমান প্রবেশ করা এবং তা ত্যাগ করে অপর দরজা দিয়ে বের হয়ে যাওয়া (আক্রাব)।

১১৯৭। 'নিস্ইয়ান' সাধারণ অর্থে ভুলে যাওয়া, প্রকৃতভাবে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার কারণে বা উদাসীনতার জন্য অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যাওয়া বুঝায়। 'নিস্ইয়ান' শব্দ যখন আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় তখন এর মর্ম কোন ব্যক্তির প্রতি শাস্তি প্রদানের দ্বারা বা ভালবাসা ও মেহের প্রকাশ বক্ষ করার দ্বারা সেই ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্কচ্ছেদ করাকে বুঝায় (মুফরাদাত)।

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَاكِمُهُ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ تَارِجَةً مَحَالِدًا
فِيهَا مَذْلُوكٌ الْغَرْبِيُّ الْعَظِيمُ^{۱۱۸}

يَخْذِلُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ
سُورَةً تُنَيِّدُهُمْ بِمَا كَفَرُوا بِهِمْ قُلْ
إِشْتَهِرْ رُؤْوَاجِ رَبِّ اللَّهِ مُخْرِجٌ
تَخْذِلُ رُؤْونَ^{۱۱۹}

وَلَئِنْ سَا لَتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا
نَحْنُ ضُ وَنَلْعَبُهُ قُلْ أَيَّا إِلَهٌ وَأَيْتَهُ
رَسُولُهُ كُنْتُمْ تَسْتَهِرُونَ^{۱۲۰}

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ
رَأْيَمَا نِكْمَهُ إِنْ تَشْفُ عنْ طَائِفَةٍ
مِنْكُمْ نَعَذْبُ طَائِفَةً بِمَا نَهَمْ كَانُوا
مُجْرِمِينَ^{۱۲۱}

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ بَعْضُهُمْ تَنْ
بَعْضٍ مِيَامِرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ
يَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ نَسُوا اللَّهَ
فَنَسِيَهُمْ طَإِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمْ
الْفَسِقُونَ^{۱۲۲}

৬৮। *মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং কাফিরদেরকে আল্লাহ জাহানামের আগনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে। তাদের জন্য এটাই যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের অভিশাপ দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে এক স্থায়ী আয়াব।

৬৯। তোমাদের (এ আয়াব) পূর্ববর্তীদের (আয়াবের) মত হবে। তারা তোমাদের চেয়ে শক্তিতে অধিক প্রবল এবং ধনসম্পদ ও স্বত্ত্বানসন্ততিতে অধিক প্রাচুর্যশালী ছিল। অতএব তারা তাদের ভাগের সুখ ভোগ করেছিল। যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের ভাগের সুখ ভোগ করেছিল সেভাবেই তোমরাও তোমাদের ভাগের সুখ ভোগ করে ফেলেছ। আর তোমরা বাজে কথায় সেভাবে মত হয়েছ যেভাবে তারা বাজে কথায় মত থাকতো। *এদেরই কৃতকর্ম ইহলোকে এবং পরলোকেও ব্যর্থ হবে। প্রকৃতপক্ষে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।

৭০। *এদের কাছে কি এদের পূর্ববর্তীদের অর্থাৎ নৃহ, আদ, সামুদ এবং ইব্রাহীমের জাতির এবং মিদিয়ানবাসী ও বিহ্বস্ত নগরীর^{১১৮} অধিবাসীদের সংবাদ পৌছেনি? তাদের কাছেও তাদের রসূলরা স্পষ্ট নির্দেশনাবলী নিয়ে এসেছিল। অতএব *আল্লাহর পক্ষে তাদের ওপর যুলুম করা সম্ভবই ছিল না, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করতো।

৭১। মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা পরম্পরের বন্ধু। *তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, মন্দ কাজে বাধা দেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং *আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। তাদের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই দয়া করবেন। নিচয় আল্লাহ মহাপ্রাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

৭২। *মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে আল্লাহ এমন সব বাগানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যেগুলোর পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যাবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর (তিনি তাদেরকে) চিরস্থায়ী বাগানসমূহে

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفَقِتَ وَ
الْكُفَّارَ تَأْرِجَهُنَّمَ خُلِّيُّونَ فِيهَا
هِيَ حَسْبُهُمْ هُوَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ هُوَ
لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ^{১১}

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا
آشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرُ أَمْوَالًا وَ
أَوْلَادًا فَإِذَا شَتَمْتُمُوهُ بِخَلَاقِهِمْ
فَإِذَا شَتَمْتُمُوهُ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا شَتَمْتُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَ
حُضْنِتُمْ كَالَّذِي خَاصَّوْهُ أُولَئِكَ
حَيْطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ^{১২}

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأً الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
قَوْمٌ نُوحٌ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَقَوْمٌ
رَايْبِرِيْمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَ
الْمُؤْتَفِكَتِ وَأَتَتْهُمْ دُسْلُهُمْ
بِالْبَيْتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلَكُنْ كَانُوا أَنفَسَهُمْ يَظْلِمُونَ^{১৩}
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِغَصْبِهِمْ
أُولَئِكَ بَغْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوْنَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيِّرَ حُمُّمُ
اللَّهُ مِنَ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^{১৪}

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَرٌ
خُلِّيُّونَ فِيهَا وَمَسِّيْنَ طَيِّبَةً فِي

দেখুন ৪ ক. ৪৪১৪৬; খ. ১৫৪১০৬; গ. ১৪৪১০; ৫০৪১৩-১৫; ঘ. ১০৪৪৫; ২৯৪৪১; ৩০৪১০; ঙ. ৩৪১০৫, ১১১; ৭৪১৫৮; ৯৪১১২; ৩১৪১৮; চ. ২৪৪; ছ. ২৪৪৮; জ. ৮৪২ বা. ২৪২৬।

১১৯৮। সদোম এবং ঘমোরার (আদিপুস্তক-১৯৪২৪-২৫) স্থানটিকে এখন 'মৃত সাগর' বলে মনে করা হয় (সদোম অধ্যায় জিউ এনসাইক)। কুরআন বলে এ স্থানটি 'স্থায়ী রাস্তার' পার্শ্বে অথবা এর নিকটে অবস্থিত (১৫৪৭৫-৭৭)।

[৬] ৯
[৫] ১৫ পরিত্র গৃহের (-ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন)। তবে সবচেয়ে বড় হলো ^كআল্লাহর সন্তুষ্টি। এটাই মহান সফলতা।

৭৩। ^كহে নবী! তুমি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর^{۱۱۹} এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। আর তাদের ঠাঁই হবে জাহানাম। আর তা কত নিকৃষ্ট গত্ব্যস্থল!

★ ৭৪। তারা আল্লাহর কসম খেয়ে বলে, তারা (কোন মন্দ কথা) বলেনি। অথচ তারা অবশ্যই কুফরীর কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা কাফির হয়ে গেছে। আর তারা এমন বিষয়ের দৃঢ় সংকল্প করেছিল যা তারা (পরবর্তীতে) পূর্ণ করতে পারেন। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল^{۱۲۰} নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সম্পদশালী করে দেয়ার কারণেই তারা বিদ্রে পোষণ করেছে। অতএব তারা তওবা করলে তা হবে তাদের জন্য উত্তম। তবে তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ তাদের এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিবেন। আর এ পৃথিবীতে তাদের কোন বন্ধু বা কোন সাহায্যকারীও হবে না।

৭৫। আর তাদের মাঝে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহর সাথে (এই বলে) অঙ্গীকার করেছিল, ‘তিনি নিজ অনুগ্রহ থেকে আমাদের কিছু দান করলে অবশ্যই আমরা দানখয়রাত করবো এবং অবশ্যই আমরা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব।’

৭৬। এরপর তিনি নিজ অনুগ্রহ থেকে যখন তাদের দান করলেন তখন তারা এতে কার্পণ্য করলো এবং অবজ্ঞাভরে (নিজেদের অঙ্গীকার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিল।

৭৭। অতএব আল্লাহর সাথে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুণ এবং তাদের মিথ্যা বলার কারণে তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার দিন পর্যন্ত শাস্তিরপে তাদের অন্তরে কপটতা (স্থায়ী) করে দিলেন।

দেখুন : ক. ৩৪১৬; ৫৪৩; ৯৪২২; ৫৭৪২১; খ. ৬৬৪১০।

১১৯। ‘জেহাদ’ (অনিদিষ্ট নাম বাচক বিশেষ্যপদ, মূল জাহাদা-অর্থ সে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করেছিল) শব্দটি কুরআন করীমে সাধারণত উক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মুনাফিকদের বিরুদ্ধে রসূল(সা:) কীরুপে সংগ্রাম করতে নির্দেশিত হয়েছিলেন এর কোন উল্লেখ নেই। এছাড়া এমন কিছুর ইঁগিতও নেই যাতে তরবারির সাহায্যে সংগ্রাম করা বুবায়। প্রকৃত ঘটনা হলো, নবী করীম (সা:) মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কখনোই যুদ্ধ করেননি।

১২০। হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) এর আগমনের পরে মদীনা শহরের অনেক উন্নতি হয়েছিল। এটা ব্যবসায়-বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল এবং মদীনার অধিবাসীরা সম্পদশালী হয়ে উঠেছিলেন।

جَنِّتُ عَذَنْ وَرِضْوَانَ مِنْ أَنْلَوْ أَكْبَرُ،
وَلِكَ هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ^(۴)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدُ الْكُفَّارَ وَ
الْمُنْفِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ
مَأْسِمُهُمْ جَهَنَّمُ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ^(۵)
يَخْلِفُونَ بِاَنْلَوْ مَا قَاتَلُواهُ وَ لَقَدْ
قَاتَلُوا حَلِيمَةَ الْكُفَّارَ كَفَرُوا بَعْدَ
إِشْلَامِهِمْ وَ هَمُّوا بِمَا لَمْ يَنْلَوْهُ
وَ مَا تَقْمِيَ رَأَاهُ آنَّ أَغْنَمُهُمْ أَللَّهُ وَ
رَسُولُهُ وَ مَنْ فَضَّلَهُمْ جَفَانَ يَتَوَلَّوْهُ
يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَ إِنْ يَتَوَلَّوْهُ
يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي
الْدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
مِنْ دُلُّ وَ لَا نَصِيرُ^(۶)

وَ مِنْهُمْ مَنْ غَمَدَ أَنْلَهَ لَئِنْ أَتَنَا
مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَ لَنَكُونَنَّ
مِنَ الصَّلِحِينَ^(۷)

فَلَمَّا أَتَهُمْ مَنْ فَضَّلَهُ بَخِلُوا
بِهِ وَ تَوَلَّوْهُ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ^(۸)

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى
يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا
وَعَدُوهُ وَ بِمَا كَانُوا يَعْذِبُونَ^(۹)

- ★ ৭৮। *আল্লাহ্ যে নিশ্চয় তাদের গোপন কথা ও গোপন সলাপরামর্শ সম্বন্ধে জ্ঞাত এবং আল্লাহ্ যে অদৃশ্য বিষয়সমূহও উভমুক্তিপে জ্ঞাত তারা কি তা জানে না?

৭৯। মু’মিনদের মাঝে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুণ্য সম্পাদনকারীদের দানখয়রাত সম্পর্কে এবং যাদের শ্রম^{১২০১} ছাড়া আর কিছুই দেয়ার মত নেই তাদের বিরুদ্ধে যারা অপবাদ দেয় (এবং) তাদের সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ করে আল্লাহ্ *এদের (এ) ঠাট্টাবিদ্রূপের শাস্তি দিবেন এবং এদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

৮০। *তুমি এদের জন্য ক্ষমা চাও বা না চাও (তা এদের জন্য সমান)। তুমি এদের জন্য সন্তুষ্ট বার^{১২০২} ক্ষমা চাইলেও আল্লাহ্ এদের কখনো ক্ষমা করবেন না। এর কারণ হলো, এরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে। আর আল্লাহ্ দুর্কর্মপরায়ণ লোকদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

১০
[৮]
১৬

- ★ ৮১। পেছনে ছেড়ে আসা লোকেরা আল্লাহর রসূলের আদেশ লংঘন করে নিজ জায়গায় বসে থাকাতে আনন্দ বোধ করলো এবং আল্লাহর পথে নিজেদের প্রাণ ও ধনসম্পদ দিয়ে জেহাদ করাকে তারা অপছন্দ করলো এবং বললো, ‘তোমরা এ প্রচণ্ড গরমে অভিযানে বের হয়ো না।’ তুমি বল, ‘দহনের দিক থেকে জাহানামের আগুন এর চেয়েও তীব্র।’ হায়, তারা যদি বুঝতো!

৮২। অতএব তাদের কৃতকর্মের প্রতিফলের জন্য তাদের কম^{১২০৩} হাসা এবং বেশি কাঁদা উচিত।

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ
وَنَجُونَهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَامُ
الْغُيُوبِ^(৩)

أَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ
كَلِّيْجُدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ
مِنْهُمْ سَخِيرًا لَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ^(৪)

إِشْتَغَفِرَلَهُمْ أَوْ لَا تَشْتَغِفُهُمْ
إِنْ تَشْتَغِفُهُمْ سَيِّئَاتِهِنَّ مَرَّةً
فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِمَا نَهَمُ
كَفَرُوا بِإِلَهِهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ
لَا يَهِبُّ إِلَيْهِمْ الْقَوْمُ الْفَسِيقُونَ^(৫)

فَرِحَ الْمُحَلَّقُونَ بِمَقْحَدِهِ
خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرْهُوا أَنْ
يُجَاهِدُوا بِمَا مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سِيِّئِ الْأَعْمَالِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا
فِي الْحَرِّ قُلْ تَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّاً
لَوْكَانُوا يَفْقَهُونَ^(৬)

فَلَيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلَيَبْكُوا كَثِيرًا
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ^(৭)

দেখুন : ক. ৬৪৪; ১১৪৬; ২৫৪৭; ২৮৪৭০; খ. ৯৪৫৮; গ. ৫৩৪৭; ঘ. ৯৪৭, ৯৩।

১২০১। আবু আকিল নামক এক দরিদ্র মুসলমান তাঁর সারা দিনের পারিশ্রমিক (যা ছিল অল্প কিছু খেজুর) তাঁর চাঁদার অংশকর্পে দিয়েছিলেন। তাঁর এ নগণ্য চাঁদা দানের জন্য মুনাফিকরা তাকে উপহাস করেছিল।

১২০২। ‘সন্তুষ’ শব্দটি দ্বারা এখানে কোন বিশেষ সংখ্যা বুঝায় না, বরং বিষয়ের তীব্রতা প্রকাশার্থে বুঝায় অর্থাৎ একপ মুনাফিকরা, যাদের ধ্রংস অনিবার্য, কখনো ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে না, যতই রসূল করীম (সাঃ) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন না কেন।

১২০৩। এ আয়াত সুস্পষ্টকর্পে কোন আদেশ বহন করে না। এটি কেবল এ ভবিষ্যতবাণী যুক্ত করছে যে শীতাত সময় আসছে যখন মুনাফিকরা হাসবে কম এবং কাঁদবে অনেক বেশি।

৮৩। অতএব আল্লাহ্ তোমাকে তাদের এক দলের কাছে যদি ফিরিয়ে আনেন এবং তারা তোমার কাছে (তোমার সাথে যুদ্ধে) বের হওয়ার অনুমতি চায় তুমি বল, ‘তোমরা আর কখনো আমার সাথে (যুদ্ধে) বের হবে না এবং কখনো আমার সাথে থেকে শক্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। তোমরাই প্রথমবার (বাড়িতে) বসে থাকায় সন্তুষ্ট ছিলে। অতএব তোমরা এখন পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের সাথেই বসে থাক।’

★ ৮৪। আর তাদের কেউ মারা গেলে তুমি কখনো তার (জানায়ার) নামায পড়ো না এবং তার কবরে (দোয়ার জন্য) দাঁড়িও না। কেননা তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অস্তীকার করেছে এবং অবাধ্য থাকা অবস্থায় মারা গেছে।

৮৫। ^كআর তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তোমাকে যেন বিস্তি না করে। এ সবের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদেরকে এ পৃথিবীতেই শাস্তি দিতে চান এবং কাফির অবস্থায় (যেন) তাদের প্রাণ বের হয়ে যায় (আল্লাহ্ তাও চান)।

৮৬। আর আল্লাহ্ প্রতি তোমাদের ঈমান আনার এবং তাঁর রসূলের সাথে শামিল হয়ে জেহাদ করার বিষয়ে কোন সূরা অবর্তীণ হলে তাদের মাঝে ধনীরা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় এবং বলে, ‘আমাদের ছেড়ে দাও যেন আমরা (বাড়িতে) বসে থাকা লোকদের সাথে (বসে) থাকি^{১২০৪}।’

৮৭। ^كতারা পেছনে থেকে যাওয়া মহিলাদের^{১২০৫} অন্তর্ভুক্ত থাকতে সন্তুষ্ট। আর ^গতাদের হৃদয়ে মোহর^{১২০৬} মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝতে পারে না।

فَإِنْ رَجَعُوكُمْ إِلَيْنَا فَإِنَّا أَعْلَمُ بِمَا هُمْ يَفْعَلُونَ
فَإِنْ شَاءَذَنُوكُمْ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَهُمْ
بَلْ خَرَجُوكُمْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَئِنْ تُقَاتِلُوكُمْ مَعِيَ
عَدُوًّا وَأَنَّا نَحْنُ أَحْكَمُ رَضِيَتُمْ بِالْقُحْودِ
أَوَلَمْ مَرَّةٌ قَاتَلْتُمْ مَعَنِّا الْخَالِفِينَ^(৩)

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ
أَبَدًا وَلَا تَقْسِمْ عَلَى قَبْرِهِ دِرَانِهِمْ
كَفَرُوا بِإِلَهِهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُؤْمِنُوا وَ
هُمْ فِي سُقُونَ^(৪)

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا دُهْمُهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي
الْأَنْفُسِ وَتَرَهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ
كُفَّارٌ^(৫)

وَلَمَّا أُنْزِلَتْ سُورَةً أَنْ أَمْنُوا بِإِلَهِ
وَجَآءَهُمْ دُوَّا مَعَ رَسُولِهِ أَشْتَأْذَنَكَ
أُولُو الْطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا
نَكْنُ مَعَ الْقَعْدِينَ^(৬)

وَضُوا بِإِنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ
وَطُبِّعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا
يَفْقَهُونَ^(৭)

দেখুন : ক. ৯:৫৫; খ. ৯:৮১,৯৩; গ. ৬:২৬; ৬৩৪।

১২০৪। তফসীরাধীন আয়াতের উক্তি প্রকৃত পক্ষে মুনাফিকদের উচারিত বলে ধরে নেয়া সমীচীন হবে না। এটা শুধু তাদের অবস্থা তুলে ধরে যার অন্তর্নিহিত মর্ম হলো তারা পশ্চাতে থেকে যাওয়ার জন্য আঁ হয়রত (সাঃ) এর নিকট বিভিন্ন বাহানা নিয়ে এসেছিল।

১২০৫। ‘যাওয়ালিফ’ অর্থ যুদ্ধের সময় যারা পিছনে থাকে, বা স্ত্রীলোকেরা (অথবা শিশুরা) যারা পশ্চাতে গৃহে অথবা তাবুতে থাকে। এ শব্দের মর্ম এরূপ হয়ে থাকে, যথা মন্দ বা দুশ্চরিত্ব ব্যক্তিরা (লেইন)।

১২০৬। দেখুন ২৭ নং টাকা।

৮৮। ^۱কিন্তু এ রসূল ও যারা তার সাথে সৈমান এনেছে তারা তাদের ধনসম্পদ এবং প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে। আর তাদের জন্যই সব ধরনের কল্যাণ (নির্ধারিত রয়েছে) এবং তারাই সফল হবে।

১১ [১] ৮৯। ^۲আল্লাহ্ তাদের জন্য এমন সব জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ-ই হলো মহা সফলতা।

৯০। আর মরুবাসীদের মাঝ থেকেও অজুহাত পেশকারীরা^{১০৭} এল যেন তাদেরকে (বাড়িতে বসে থাকার) অনুমতি দেয়া হয়। আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কাছে মিথ্যা বলেছিল তারাও (বাড়ীতে) বসে রইলো। তাদের মাঝে যারা কুফরী করেছে তাদের ওপর অবশ্যই এক যন্ত্রণাদায়ক আয়ার নেমে আসবে।

৯১। ^۳দুর্বল, অসুস্থ ও ব্যয় করতে অক্ষম লোকেরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি নিষ্ঠাবান হলে তাদের ওপর কোন দোষ বর্তাবে না। সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন অবকাশ নেই। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

৯২। আর তাদের বিরুদ্ধেও (অভিযোগ) নেই, যারা তোমার কাছে এসেছিল যেন (জেহাদে যাওয়ার জন্য) তুমি তাদের বাহনের ব্যবস্থা করে দাও। তুমি বলেছিলে, ‘বাহন হিসেবে তোমাদের দেয়ার মত আমার কাছে কিছু নেই।’ (আল্লাহর পথে) তাদের ব্যয় করার মত কিছু ছিল না বলে তারা দুঃখে চেখের পানি ফেলতে ফেলতে ফিরে গেল^{১০৮}।

দেখুন : ক.৮:৭৫; ৯:৪১,১১১; ৬১:১২; খ. ২:২৬; গ. ৪:৮:১৮।

১২০৭। ‘আ’য়ারা’ থেকে ‘মুয়ায়মের’ উদ্বৃত্ত হয়েছে, যার অর্থ অজুহাত দেখিয়েছিল অথবা নিজেকে রেহাই দেয়ার অজুহাত পেশ করেছিল, কিন্তু অব্যাহতি পাওয়ার মত গ্রহণযোগ্য কোন কারণ দর্শাতে পারেনি। সে কোন বিষয়ে অবহেলাকারী ছিল বা অনুপস্থিত ছিল অথবা বাহানা বা অজুহাত উত্থাপনের মাধ্যমে ত্রুটি করেছিল। সুতরাং উল্লেখিত শব্দের মর্ম হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে কর্তব্যকর্মে অবহেলাকারী এবং প্রকৃত কারণ ছাড়া অজুহাত দেখিয়ে রেহাই পেতে চায় বা নিজেকে দোষমুক্ত বা নিরপরাধ মনে করে (লেইন)।

১২০৮। আয়াতটি সাধারণভাবে সকলের জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু এতে সেই সাতজন দরিদ্র মুসলমান সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে যারা জেহাদে যাওয়ার চরম আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিল, কিন্তু তাদের এমন কোন উপায় উপকরণ ছিল না যা দিয়ে তারা অন্তরের গভীর ইচ্ছা পূর্ণ করতে সমর্থ হতো।

لِكِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
جَاءَهُدْوًا بِمَا مَوَالِيهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَ
أُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرُ رَبِّ أُولَئِكَ هُمْ
الْمُفْلِحُونَ ^(۲)

أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَاحِتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ^(۳)

وَجَاءَ الْمَعَذِّرُونَ مِنْ الْأَغْرَابِ
لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ
كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سَيِّصِيبُ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ^(۴)

لَيْسَ عَلَى الصُّحَّفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضِى
وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا
يُنِفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا إِلَيْهِ وَ
رَسُولُهُمْ، مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ
سَيِّئِينَ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ^(۵)

وَلَا عَلَى الَّذِينَ رَأَوْا مَا آتَوْكَ
لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا إِنْجِهُ مَا
آخِمُكُمْ عَلَيْهِ مَتَوْلَوْا وَآعِنْتُهُمْ
تَفِيقُصُ مِنَ الدَّمْرِ حَرَنَّا أَلَا يَجِدُونَ
مَا يُنِفِقُونَ ^(۶)

৯৩। অভিযোগ কেবল তাদেরই বিরুদ্ধে যারা সম্পদশালী হয়েও তোমার কাছে অব্যাহতি চায়। তারা পেছনে থেকে যাওয়া মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে সন্তুষ্ট। আর ‘আল্লাহ’ তাদের হস্তয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন। অতএব তারা কিছুই বুঝে না।

৯৪। তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে তারা তোমাদের কাছে নানা অজুহাত পেশ করবে। তুমি বল, ‘তোমরা অজুহাত পেশ করো না। আমরা কখনো তোমাদের বিশ্বাস করবো না। আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। আর অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছেন। এরপর অদৃশ্য ও দৃশ্য বিষয়ে জাত আল্লাহর দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। তখন তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তোমাদের জানাবেন’^{১২০৯}।

★ ৯৫। তোমরা তাদের কাছে ফিরে গেলে তারা তোমাদের সামনে অবশ্যই আল্লাহর কসম খাবে যেন তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর। কাজেই তোমরা তাদের একা ছেড়ে দাও। নিশ্চয় তারা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের প্রতিফলনপে জাহানাম হবে তাদের ঠাই^{১২১০}।

৯৬। ‘তারা তোমাদের সামনে কসম খাবে যেন তোমরা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হও। কিন্তু তোমরা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ দুর্শম্পরায়ণ লোকদের ওপর কখনো সন্তুষ্ট হবেন না।

৯৭। মরম্বাসীরা কুফরী ও মূনাফেকীতে (অন্যান্যদের চেয়ে) বেশি কট্টর। আর আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি যা-ই অবতীর্ণ করেছেন এর বিধি-বিধান জানতে না চাওয়ার প্রবণতাও তাদের বেশি। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الْذِينَ
يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمَا غَنِيَّا بِرَحْصُونَا
إِنَّمَا يَكُونُونَا مَعَ الْخَوَالِفِ وَ
طَبَّعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ^(৭)

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ
إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا إِنَّمَا تُؤْمِنَ
لَكُمْ قَدْ نَبَأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ
وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ شُهَدَةً
ثُرَدُونَ إِلَى عَلِيهِمُ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ
فَيُنَبِّئُنَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^(৮)

سَيَخْلِفُونَ بِإِلَلَهٍ لَكُمْ لَا إِلَهَ بَلْ
إِلَيْهِمْ لِتُغْرِي صُونَا عَنْهُمْ فَأَغْرِيَ
عَنْهُمْ لِإِنَّهُمْ بِرَجْسٍ زَوْمَانِهِمْ
جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ^(৯)

يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ
تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضِي
عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

الْأَعْرَابَ أَشَدُ كُفُرًا وَنِقَافَا وَآجَدَهُ
أَلَا يَعْلَمُوا هُدًؤَ مَا آتَنَا لَ اللَّهُ عَلَى
رَسُولِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ حَكِيمٌ^(১০)

দেখুন : ক. ৯৪৭৯,৮৭; খ. ৬৪২৬; ৯৪৮৭; ৬৩৪৪; গ. ৯৪৬২।

১২০৯। তাবুকের যুদ্ধ থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল।

১২১০। পশ্চাদপদ লোকগুলো বিভিন্ন শ্রেণীর ছিল। সেই কারণেই বিভিন্ন লোকের সাথে বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারও করা হতো।

★ ৯৮। আর কিছু সংখ্যক মরুবাসী (আল্লাহর পথে) তাদের ব্যয়কে আর্থিক দণ্ড বলে মনে করে। আর তারা (আকাঙ্ক্ষাভরে) তোমাদের ওপর দুর্দশা নেমে আসার অপেক্ষা করছে। দুঃখদুর্দশা তাদের ওপরেই নেমে আসুক! আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

۱۲
[۱۰]
۲

★ ১০০। আর মুহাজির ও আনসারদের প্রথম সারির
অগ্রগামীদের ওপর এবং সেইসব লোক যারা উত্তমরূপে
অনুসরণ করেছে ^প তাদের ওপরও আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন ^{১২১২}
এবং তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য
এমন সব জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার পাদদেশ দিয়ে
নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ-ই
হলো মহা সফলতা।

১০১। আর তোমাদের চারপাশের মরহুমাসীদের ও
মদীনাবাসীদের মাঝে মুনাফিকও রয়েছে। কপটতায় তারা
অনড় অটল^{১১৩}। তুমি তাদের চিন না। (কিন্তু) আমরা তাদের
চিনি। আমরা অবশ্যই তাদেরকে দু'বার শান্তি দিব^{১১৪}।
এরপর এক মহা আয়াবের দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া
হবে।

ଦେଖନ : କ. ୪୮୯; ଖ. ୫୮୨୩; ନ୍ୟୟ ୧୮୯।

୧୨୧୧ । କୁରାଅନ କରୀମ କୋନ ଜାତିର ସକଳ ଲୋକକେ କଥନ୍ତି ନିର୍ବିଚାରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେନି । ମରଙ୍ଗୁମିର ଅଧିବାସୀ ସକଳ ଆରବ ଖାରାପ ଛିଲ, ଏ ସମ୍ବାଦ ଭାଣ୍ଡି ଆଗୋଢ଼ ଆୟାତେ ଅପନୋଦନ କରା ହେଁଥେ ।

১২১২। প্রসঙ্গক্রমে রসূলে পাক (সা:) এর প্রথম খলীফা ও বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম (রা:) এর বিরঞ্জকে শিয়া সম্প্রদায়ের অভিযোগগুলো খন্ডনে এ আয়ত অত্যন্ত শক্তিশালী ঘড়ি-প্রমাণ পেশ করেছে।

১২১৩। এতে বিশেষভাবে মদীনার নিকটবর্তী মরুভূমিতে বসবাসকারী পাঁচটি উপজাতীয় গোত্রের কথা বলা হয়েছে। এ গোত্রগুলো হচ্ছে জোহাইনাহ, মুয়াইনাহ, আশজা, আসলাম এবং গিফার (মায়ানী, ৩য় খন্দ, ৩৬১ পৃঃ)। নবী করীম (সাঃ) এর ইন্দ্রিকালের পরে এ সকল কপট লোকেরা একত্র হয়ে মদীনার উপরে আক্রমণ করেছিল (খালদন, ২য় খন্দ, ৬৬ পৃঃ)।

১২১৪ টাকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ
مَغْرِبًا مَا وَيَتَرَ بَصُرٍ كُمُ الدَّوَائِرَةِ
عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءَدِ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلَيْمٌ

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّقَدِّمُ مَا يُنْتَفِقُ
قُرْبَتِ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ
الرَّسُولِ، أَكَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ،
سَيِّدُ خَلْقِهِ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ دَارٌ
اللَّهُ عَفْوٌ رَّحْمَنٌ ⑥

وَ الشِّيقُونَ إِلَهًا وَلُؤْنَ مِنَ
الْمُهْجَرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ الَّذِينَ
اتَّبَعُوهُمْ بِإِخْسَانٍ ۝ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ آتَاهُم
جَثِيتٌ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ
خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِذْلِكَ الْفَوْزُ
①الْعَظِيمُ

وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَغْرَابِ
مُنْتَفِقُونَ ثُمَّ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ
مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ثُمَّ لَا تَعْلَمُهُمْ دَيْخُنُ
تَعْلَمُهُمْ هُسْنَدُ بَعْهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ
يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ^{١٠}

১০২। আর কিছু লোক আছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে। তারা ভাল কাজকে মন্দ কাজের সাথে মিশিয়ে ফেলেছে^{১১৫}। খুব সম্ভব আল্লাহ তাদের (তওবা করুন করে) তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। নিচয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

১০৩। তাদের ধনসম্পদ থেকে তুমি দানখয়রাত গ্রহণ কর এবং এর মাধ্যমে তুমি তাদের পবিত্র কর ও তাদের জন্য দোয়া কর। নিচয় তোমার দোয়া তাদের জন্য প্রশাস্তির কারণ হবে। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

- ★ ১০৪। *নিচয় আল্লাহই যে তাঁর বান্দাদের তওবা করুন করেন এবং দানখয়রাত গ্রহণ করেন আর আল্লাহই যে তওবা গ্রহণকারী (ও) বার বার কৃপাকারী তারা কি (তা) জানে না?
- ★ ১০৫। আর তুমি বল, ‘তোমরা যা খুশি কর।’^{*}আল্লাহ আর তাঁর রসূল এবং মু’মিনরা অবশ্যই তোমাদের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করবেন। আর অদৃশ্য ও দৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত (আল্লাহর) কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। এরপর তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন।’
- ★ ১০৬। ^{*}আরো কিছু লোক রয়েছে যাদেরকে আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়^{১১৬} রাখা হয়েছে। তিনি তাদের আয়াব দিতে পারেন অথবা তাদের ওপর অনুগ্রহ করতে পারেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

দেখুন : ক.৪২:২৬; খ. ৯:১৪; গ. ৯:১৮।

১২১৪। ‘দু’বার’ এ উক্তি শাস্তির প্রকার ভেদের প্রতি ইঙ্গিত নাও হতে পারে, বরং এ শাস্তির কাল নির্দেশ করে যা ১৪১২৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এর মর্ম একপথ হতে পারে যে এক থেকে দুই বছর ধরে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, অর্থাৎ শাস্তি যদি বছরে দু’বার নেমে আসে হয় তারা তা এক বছরেই পাবে। একবার আসলে তা দু’বছর যাবৎ চলতে থাকবে।

১২১৫। এ আয়াত সেইসব মুসলমানদের প্রতি আরোপিত হতে পারে যারা রেহাই পাওয়ার যোগ্য ছিল, কিন্তু তাদের পশ্চাতে থেকে যাওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট কারণ ছিল না। তাদের সংখ্যা মতান্তরে সাত হতে দশ। নিজ অপরাধের জন্য তাদের স্ব-আরোপিত দণ্ডস্বরূপ তারা মদীনার মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেদেরকে বেঁধে রেখেছিল এবং যখনই আঁ হ্যরত (সাঃ) নামায পড়তে মসজিদে প্রবেশ করতেন তারা রসূল পাক (সাঃ) এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো। নবী করীম (সাঃ) উত্তরে বলতেন, আল্লাহ তাআলার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি ক্ষমা করতে পারবেন না। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন তাদেরকে মুক্ত করে দিতে আদেশ দেয়া হলো।

১২১৬। এ সব ব্যক্তিবর্গ হলেন হিলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ), মুরাবাহ ইবনে রবি (রাঃ) এবং কা’ব ইবনে মালিক (রাঃ)। নবী করীম (সাঃ) ঐশী নির্দেশে এসব লোক সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছিলেন (বুখারী)।

وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا
عَمَلاً صَالِحًا وَأَخْرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن
يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ^(১)

حَدَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُرْزِيقُهُمْ بِهَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَرَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنَ لَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلَيْهِمْ^(২)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبِلُ
الثَّوْبَةَ عَنِ عَبْدٍ وَيَا حُدُّ الصَّدَقَةِ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ^(৩)

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ
رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
غَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَنْتَكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^(৪)

وَأَخْرُونَ مُرْجَوْنَ لَا مُرِّ اللَّهِ إِمَّا
يُعَذَّ بِهِمْ وَإِمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ حَكِيمٌ^(৫)

- ★ ১০৭। আর^{১১৭} (মুনাফিকদের মাঝে এমন লোকও রয়েছে) যারা (ইসলামের) ক্ষতিসাধনের জন্য, কুফরী বিস্তারে (সহায়তা দানের লক্ষ্যে), মুমিনদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ^و ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই যুদ্ধে লিঙ্গ ব্যক্তিদের গোপন ঘাঁটি * গড়ে তোলার নিমিত্তে একটি মসজিদ বানিয়েছে। তারা অবশ্যই কসম খেয়ে বলবে, ‘আমরা কেবল সৎ উদ্দেশ্যেই এ কাজ করেছি’। অথচ আল্লাহ^و সাক্ষ্য দিচ্ছেন নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

১০৮। তুমি কখনো এ (মসজিদে) দাঁড়াবে না। প্রথম দিন^{১১৮} থেকে যে মসজিদ তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্মিত সেটাই তোমার (নামাযে) দাঁড়াবার অধিক উপযুক্ত স্থান। এতে এমন লোকেরা (আসে) যারা পবিত্র হতে আকাঙ্ক্ষা করে। আর আল্লাহ^و পবিত্রতা অর্জনে সচেষ্টদের ভালবাসেন।

- ★ ১০৯। যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া ও সন্তুষ্টির ওপর (নিজ গৃহের) ভিত স্থাপন করেছে সে কি উভয় নাকি সে, যে তার (গৃহের) ভিত এমন এক পতনোন্মুখ ধসের কিনারায় স্থাপন করেছে যা তাকে নিয়ে জাহানামের আগুনে ধসে পড়বে? আর আল্লাহ^و অত্যাচারী লোকদের হেদায়াত দেন না।

- ★ ১১০। তাদের হৃদয় (আল্লাহর ভয়ে) টুকরো টুকরো হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের নির্মিত এ গৃহ সব সময় তাদের মনে অস্পষ্টির ও অনিশ্চয়তার কারণ হয়ে থাকবে। আর আল্লাহ^و ২ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

১৩
[১১]

দেখুন ৪ ক. ৬৩৪২।

১২১৭। ইসলাম ধর্মের প্রধান শক্তি খৃষ্টান সন্ন্যাসী আবু আমের কর্তৃক সৃষ্টি গুপ্ত চক্রান্তের প্রতি ইঁগিত করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে। ইসলামের বিরুদ্ধে তার মড়ব্যন্ত ব্যর্থ হতে এবং ছন্দনান্তের যুদ্ধের পরে আরব দেশে দৃঢ়ভাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে সে রসূল করীম (সাঃ) এর বিরুদ্ধে বাইজেন্টাইনদের সাহায্য পাওয়ার ফল্দিতে সিরিয়াতে পলায়ন করেছিল। সেখান থেকে সে মদীনার মুনাফিকদের নিকট সংবাদ পাঠিয়েছিল যে তারা যেন মদীনার উপকণ্ঠে একটি মসজিদ নির্মাণ করে যাতে তার আত্মগোপন করে থাকার ব্যবস্থা থাকবে এবং সেখানে তারা গুপ্ত চক্রান্ত ও ইন পরিকল্পনা উদ্ভাবন করবে। কিন্তু আবু আমের তার নিজ কুচকের পরিণতি দেখার মত দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারেন এবং সে কুনিসৱীনে ভগ্ন-হৃদয়ে চরম দুর্দশাগ্রস্ত ও ভাগ্য বিড়ম্বিত অবস্থায় মারা যায়। তার সহযোগীরা তার পরিকল্পনামূল্যায়ী এক মসজিদ নির্মাণ করেছিল এবং নবী করীম (সাঃ)কে সেখানে নামায পড়ে তাঁর দোয়া দ্বারা একে অনুগ্রহীত করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আল্লাহ^و তাআলা তাঁকে ইলহামের মাধ্যমে এটা করতে বারণ করেছিলেন। ‘মসজিদে যিরার’ নামে আখ্যায়িত এ মসজিদকে অগ্নিদণ্ড করে ধূলিসাং করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন।

*[মসজিদে ‘যিরার’ ধূলিসাং করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কেননা এটা ছিল সুস্পষ্টভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে মুশরিকদের গোপন পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্যে একটি ঘাঁটি। অন্যথায় মসজিদের সম্মান রক্ষা করা অবশ্যকর্তব্য। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১২১৮। আয়াতের এ উক্তি, যেমন বর্ণিত আছে, কুবার মসজিদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আঁ হযরত (সাঃ) মককা থেকে হিজরত করে মদীনা শহরে প্রবেশের পূর্বে যেস্থানে অবতরণ করেছিলেন সেখানে এ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। কারো কারো মতে মদীনার নবী করীম (সাঃ) নিজে যে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা পরবর্তী সময়ে মসজিদে নবুবী নামে পরিচিত হয়েছে।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَ
كُفْرًا وَ تَفْرِيًقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَإِرْصَادًا لِّلْمَنَ حَارِبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ
قَبْلِهِ وَ لَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدْنَا لَأَلَا الْحُسْنَى
وَاللَّهُ يَشْهُدُ لِأَنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ⑩

لَا شَفْمٌ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أَسَسَ
عَلَ التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ
تَقْوَمَ فِيهِ رَفِيْقٌ رِّجَالٌ يُجْبِيْونَ أَنْ
يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ⑪

أَقَمْنَ أَسَسَ بُنِيَّاَنَهُ عَلَ تَقْوَىٰ مِنَ
اللَّهِ وَ رَضُوا إِنْ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَسَ
بُنِيَّاَنَهُ عَلَ شَفَاقًا جُرْفِ هَارِ فَانْهَارَ
بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّلِيمِينَ ⑫

لَا يَرْزَأُ بُنِيَّاَنَهُمْ الَّذِي بَنَوْا رِبَّهُ
فِي قُلُوبِهِمْ لَا أَنْ تَقْطَعَ قُلُوبُهُمْ ۝
وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ⑬

১১১। জান্নাতের (প্রতিশ্রুতির) বিনিময়ে নিশ্চয় ۲‘আল্লাহ্ মু’মিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের ধনসম্পদ কিনে নিয়েছেন। ۳‘তারা আল্লাহ্ পথে যুদ্ধ করে এবং তারা (শক্রকে) হত্যা করে নয়ত তারা (শক্র হাতে) নিহত হয়। এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা তাঁরই দায়িত্ব যা তওরাত, ইন্জীল^{১১১} এবং কুরআনে (বর্ণিত) আছে। আর নিজ প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহ্ চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত আর কে আছে? অতএব তোমরা তাঁর সাথে যে ব্যবসা করছ তাতে তোমরা আনন্দিত হও। আর এ-ই হলো মহা সফলতা।

১১২। তওরাকারী, ۴‘ইবাদতকারী, (আল্লাহ্) প্রশংসাকারী, (আল্লাহ্ পথে) সফরকারী, ۵‘কু’কারী, সিজদাকারী, ۶‘সৎকাজের আদেশদাতা ও মন্দ কাজ থেকে বারণকারী এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারক্ষাকারী (এরা সবাই খাঁটি মু’মিন)। আর এসব মু’মিনকে তুমি সুসংবাদ দাও।

১১৩। মুশরিকরা জাহানামী বলে প্রতীয়মান হবার পর, এরা নিকটাত্মীয় হলেও এ নবী ও মু’মিনদের পক্ষে সম্ভব নয় যে তারা এদের জন্য (আল্লাহ্ কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

১১৪। আর স্বীয় পিতার জন্য ইব্রাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা করাটা কেবল সেই প্রতিশ্রুতি^{১২০} পালন ছাড়া আর কিছুই ছিল না যা সে তার সাথে করেছিল। কিন্তু তার কাছে সে (অর্থাৎ ইব্রাহীমের পিতা) আল্লাহ্ শক্র বলে প্রতীয়মান হয়ে গেলে সে এ থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হয়ে গেল। ۷‘নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিল বড়ই কোমল হৃদয়ের অধিকারী ও সহিষ্ণু।

১১৫। আর আল্লাহ্ এমন নন, কোন জাতিকে হেদায়াত দেয়ার পর তিনি (পুনরায়) তাদের পথ ভষ্ট সাব্যস্ত করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের কাছে সেই সব বিষয় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে না দেন যা থেকে তাদের আত্মরক্ষা করা উচিত। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু ভাল করেই জানেন।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنفُسَهُمْ وَآمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ
الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَقًّا
فِي الشَّوَّلَةِ وَالدُّجَى وَالْقُرْآنِ وَ
مَنْ آذَ فِيْهِمْ هُوَ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
بِمَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَذْيَ بِمَا يَعْتَمِدُ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ^⑩

أَلْتَائِبُونَ الْعَيْدُونَ الْحَامِدُونَ
السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ
الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِونَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفْظُونَ لِحَمْدُ اللَّهِ
وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ^⑪

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا
أُولَئِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ^⑫

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارًا لِإِبْرَاهِيمَ لَا يُشَوِّلُ
عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ جَ فَلَمَّا
تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَا وَاللهِ حَلِيلُهُ^⑬

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ
هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ
إِنَّ اللَّهَ يُكْلِ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ^⑭

দেখুন ৪ ক. ৪৯৭৫, ৬১৪১১-১২; খ. ৩৪১৯৬, ৬১৪৫; গ. ৩৩৪৩৬; ঘ. ৩০৪১০৫, ১১১, ১১৫, ৭৪১৫৮, ৯৪৭১, ৩১৪১৮; ঙ. ১৯৪৪৮, ২৬৪৮৭, ৬০৪৫

১২১৯। তওরাত (দ্বিতীয় বিবরণ-৬৪৩-৫ এবং মথি-১৯৪২১ ও ২৭-২৯ দ্রষ্টব্য)।

১২২০। ১৯৪৮ দ্রষ্টব্য।

১১৬। নিশ্চয় ^كআকাশসমূহের ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যও দেন। আর তোমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন বন্ধু বা কোন সাহায্যকারী নেই।

১১৭। নিশ্চয় আল্লাহ (তওবা করুল করে) এ নবীর এবং সেই সব মুহাজির ও আনসারের প্রতি সদয় হয়েছেন^{۱۲۲۱} যারা কঠিন সময়ে^{۱۲۲۲} তাদের এক দলের হৃদয় বক্র হবার উপক্রম হওয়া সত্ত্বেও (এ নবীর) অনুসরণ করেছে। এরপরও তিনি (তাদের তওবা করুল করে) আবারো তাদের প্রতি সদয় হলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের জন্য অতি মমতাময় (ও) বার বার কৃপাকারী।

- ★ ১১৮। আর পেছনে থেকে যাওয়া সেই তিনজনের^{۱۲۲۳} প্রতিও (তিনি তওবা করুল করে অনুগ্রহ করেছেন)। ^كঅবশেষে পৃথিবী যখন এর (সমস্ত) বিশালতা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং তাদের কাছে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়লো এবং তারা উপলক্ষ করলো আল্লাহর (ক্রোধ) থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁরই আশ্রয় ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। তখন তিনি তাদের প্রতি সদয় হলেন যেন তারা ১৪
[৮] ৩ তওবা করতে পারে। নিশ্চয় আল্লাহই বার বার তওবা এহণকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

১১৯। হে যারা স্টৈমান এনেছ! তোমরা ^كআল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন কর।

দেখুন : ক. ১১:৭৬, ৩৯:৪৫, ৫৭:৩; খ. ৯:১০৬; গ. ৩:১০৩, ৫:৩৬, ৩৯:১১, ৫৭:২৯।

১২২১। ‘তাবা’ শব্দের অর্থ কোন ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করা বা তার প্রতি দয়ালু হওয়া, যেমন হযরত রসূল পাক (সাঃ) এবং তাঁর বিশ্বস্ত সাহাবা কেরাম (রাঃ) এর ব্যাপারে এটা পুরস্কৃত করা ছাড়া ক্ষমা করার কোন বিষয় ছিল না।

১২২২। যেহেতু তাবুকের যুদ্ধ যাত্রা মুসলমানদের জন্য এক ‘কঠিন সময়’ ছিল, সেই জন্য তা সঠিকভাবেই ‘গায়ওয়াতুল উস্রাহ’ অর্থাৎ দুঃখময় অভিযান নামে খ্যাত হয়েছিল।

১২২৩। কাব্ব বিন মালিক, হিলাল বিন উমাইয়্যাহ এবং মুরারাহ বিন রবিয়াহ (৯:১০৬) মুখলেস মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তাবুক অভিযানে যোগদান করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং এ কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে সমাজ থেকে বয়কট করবার হুকুম দিয়েছিলেন, এমন কি তাদেরকে নিজ নিজ স্ত্রী থেকেও আলাদা করা হয়েছিল। তারা এ সমাজচ্ছত্য অবস্থায় প্রায় পঞ্চাশ দিন ছিলেন। আন্তরিকভাবে অনুতঙ্গ হবার পর তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। খোলাখুলিভাবে অকপট চিত্তে তারা অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। তারা খুব দুঃখ পেয়েছিলেন এবং বেদনা ও মর্মস্ত্রণার ফলে তারা ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলেন। বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী যেন তাদের জন্য একেবারে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল (বুখারী, কিতাবুল মাগারী)।

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
يُعِظِّي وَيُمِيزُّ دَوْمًا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ^{۱۲۴}

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ
وَإِلَّا نَصَارَائِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةٍ
الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَرْبِيْغُ تُلُوبُ
فَرِيقٌ مِنْهُمْ شَمَّتَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ
بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ^{۱۲۵}

وَعَلَى الشَّلَّةِ الَّذِينَ حُلِقُوا ۚ حَتَّىٰ
إِذَا ضَاقَتِ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا
رَحِبَتْ وَضَاقَتِ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ
وَظَاهِرٌ أَنَّ لَمْ لَجَأْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ
ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُؤْمِنُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْتَّوَّابُ الرَّحِيمُ^{۱۲۶}

يَا يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُوْنُوا
مَعَ الصَّدِيقِينَ^{۱۲۷}

১২০। আল্লাহর রসূলকে (একা) ছেড়ে মদীনাবাসী ও তাদের চারপাশের মরুবাসীদের পেছনে থেকে যাওয়া এবং তার জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে বেশি প্রিয় মনে করা (তাদের জন্য) সমীচীন ছিল না। (আত্মত্যাগ করা তাদের জন্য আবশ্যিক ছিল) কেননা আল্লাহর পথে (এমন) কোন পিপাসা বা ক্লান্তি বা ক্ষুধার মুহূর্ত তাদের ওপর আসে না এবং তারা এমন কোন স্থানে পা রাখে না যা কাফিরদের রাগিয়ে তোলে আর তারা শক্রদের ওপর (এমন) কোন বিজয় লাভ করে না যে (সবের) বিনিময়ে তাদের জন্য পুণ্য লিপিবদ্ধ করে না দেয়া হয়। আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের পুরক্ষার কথনে বিনষ্ট হতে দেন না।

১২১। আর তারা (আল্লাহর পথে) যা-ই ব্যয় করুক (তা পরিমাণে) বেশি হোক বা কম এবং তারা যে উপত্যকাই অতিক্রম করুক তা তাদের স্বপক্ষে কেবল এ জন্যই (সৎকর্ম হিসেবে) লিখে নেয়া হয় যেন ^১আল্লাহ তাদের কৃত সৎকর্মের সর্বোত্তম পুরক্ষার তাদের দান করেন।

★ ১২২। আর ^২মু'মিনদের সবার পক্ষে একযোগে বের হওয়া সম্ভব নয়। অতএব তাদের প্রত্যেক জামাত থেকে একটি করে ১৫ দল (কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে) কেন বের হয় না যাতে তারা ধর্মে^{২২৪} [৪] অধিক বৃৎপত্তি লাভ করে এবং নিজ জাতির কাছে ফিরে এসে ৮ তা তাদের সতর্ক করে যেন তারা (ধর্ম থেকে) রক্ষা পায়।

★ ১২৩। হে যারা ঈমান এনেছ! ^৩তোমরা সেসব কাফিরের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ কর যারা তোমাদের পাশে রয়েছে^{২২৫} এবং ^৪তা তারা যেন তোমাদের মাঝে অবিচল দৃঢ়তা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ
مِّنْ أَلْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ وَلَا يَرْجِعُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ تَقْسِيمِ
ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ذَمًا وَلَا
نَصَبٍ وَلَا مَحْمَصَةً فِي سَيِّئِ الشَّيْءِ
لَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغْيِظُ الْكُفَّارَ وَلَا
يَنْتَلُونَ مِنْ عَدُوٍّ تَيْلًا لَا كُتْبَ لَهُمْ
إِنْهُمْ عَمَلُ صَالِحٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغُ
آجَرَ الْمُحْسِنِينَ ^(১)

وَلَا يُنْثِي قُوَّةً نَّقَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً
وَلَا يَقْطَعُونَ دَادِيًّا لَا كُتْبَ لَهُمْ
لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ^(২)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفَرُوا كَافِيَّةً
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ وَمِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا لِيَتَهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ^(৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ
يَلْوَنُوكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَمْجُدُوا فِيْكُمْ
غُلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ ^(৪)

দেখুন ৪ ক. ১৬৯১, ১৯৮; ২৪৯৩৯, ৩৯৯৩৬; খ. ৩৯১০৫; গ. ২৯১৯১; ঘ. ৪৮৯৩০।

১২২৪। যেহেতু প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে ঈমান ও পুণ্য কর্মের মাঝে দুর্বলতা জন্ম নেয়, সেহেতু আলোচ্য আয়ত এ দুর্বলতা দূরীকরণের পথ্য বর্ণনা করেছে। মরুবাসী আরবজাতি ইসলাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল (৯৯৭)। এ আয়ত তাদেরকে ধর্ম সম্পর্কীয় শিক্ষা ও নীতিসমূহ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ গ্রহণের এক বাস্তব উপায় বাত্ত্বে দিয়েছে।

১২২৫। উক্তিটি সেইসব মুনাফিক সম্পর্কিত, যারা মুসলমানদের মাঝে বাস করতো এবং তাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, তাদেরকে মুনাফিক শ্রেণী হিসাবে গণ্য করে ব্যক্তিগতভাবে তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে নয়। তাদের কুকর্ম এবং কপটাপূর্ণ অপকীর্তিসমূহ রসূলে করীম (সাঃ) এর গোচরীভূত করে তাদের সাথে সংগ্রাম করে যেতে আদেশ দেয়া হয়েছিল।

১২৪। আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তাদের অনেকে বলে, ‘এ (সূরা) তোমাদের মাঝে কার ঈমান বাড়িয়েছে?’ অতএব (মনে রেখো) এটা তাদেরই ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছে যারা ঈমান এনেছে এবং (এতে) তারা আনন্দিত হয়।

১২৫। আর ^ষযদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে এ (সূরা) তাদের নোংরামিতে আরো নোংরামি সংযোজন করে দেয় এবং কাফির অবস্থায় তারা মারা যায়।

- ★ ১২৬। তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতি বছরই তাদের একবার কি দু’বার^{১২৬} পরীক্ষা করা হয়? এরপরও তারা তওবা করে না এবং উপদেশও গ্রহণ করে না।

১২৭। আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তখন ^ণতারা একে অন্যের দিকে তাকায় (যেন ইঙ্গিতে বলে), ‘কেউ তোমাদের দেখছে না তো?’ এরপর তারা ফিরে যায়। ^ষআল্লাহ^১ (সত্য থেকে) তাদের হৃদয়কে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কারণ তারা এমন এক জাতি যারা বুঝে না।

১২৮। নিচয় তোমাদেরই মাঝ থেকে এক রসূল তোমাদের কাছে এসেছে। তোমাদের কষ্ট ভোগ করা তার কাছে অসহনীয় এবং সে তোমাদের (কল্যাণের) পরম আকাঙ্ক্ষী। সে ^ষমু’মিনদের প্রতি অতি মমতাশীল ও বার বার কৃপাকারী^{১২৭}।

১২৯। অতএব তারা ফিরে গেলে তুমি বল, ^ষআল্লাহ^১ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করি। আর তিনি মহান আরশের প্রভু।’

১৬
[৭]
৫

দেখুন : ক. ৮:৩; খ. ২৪:১; গ. ২৪:৬৪; ঘ. ৬:১৬; ঙ. ৯:৬১; চ. ৩৯:৩৯, ২১:২৩, ২৩:১১৭, ২৭:২৭, ৪০:১৬।

১২২৬। এ আয়াত ৯:১০১ আয়াতের ব্যাখ্যার সহায়ক।

১২২৭। এ আয়াত মু’মিন এবং কাফির উভয়ের জন্য প্রযোজ্য—বিশেষভাবে প্রথমোক্তদের প্রতি। এর প্রথমাংশ কাফিরদের প্রতি এবং শেষাংশ মু’মিনদের প্রতি প্রযোজ্য। মনে হয় এতে কাফিরদেরকে বলা হয়েছে: তোমাদের কষ্টে পতিত হওয়া তার জন্য দুঃসহ অর্থাৎ যদিও তোমরা তাকে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা ও নির্যাতনের শিকার বানিয়েছে তথাপি তার হৃদয় মানবীয় মায়া-মমতায় এতই পরিপূর্ণ যে তোমাদের নির্যাতন যত কঠোরই হোক না কেন তা তোমাদের বিরুদ্ধে তাকে বিরূপ করতে পারে না এবং সে তোমাদের অমঙ্গল কামনা করতে পারে না। তোমাদের প্রতি সে এতই দয়ালু এবং সহানুভূতিপূর্ণ যে সে এটা সহ্য করতে পারে না তোমরা সৎ ও সাধু পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তার পরে নিজেদেরকে কষ্টে ফেলে দাও। মু’মিনদেরকে এ আয়াতে বলা হয়েছে, রসূল পাক (সা:) তোমাদের জন্য ভালবাসা, করণা ও অনুকূল্য ভরপূর অর্থাৎ তোমাদের দুঃখ-বেদনায় তোমাদের সাথে সে সানন্দে অংশ গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া সে মেহশীল পিতার মত অপরিসীম মেহ-মমতা ও সহানুভূতির সাথে তোমাদের প্রতি ব্যবহার করে থাকে।

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ آيَّكُمْ زَادَ ثُمَّ هُدِّيَ إِيمَانًا
فَأَمَّا الَّذِينَ أَمْنَوْا فَرَأَادَتْهُمْ رَيْبٌ
وَهُمْ يَسْتَبِرُونَ^{১১}

وَآمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
فَرَأَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُوا
وَهُمْ كَفَرُونَ^{১২}
أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَالَمٍ
مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ شَمَّلَتْهُمْ بُؤْنَ وَلَا هُمْ
يَذَّكَرُونَ^{১৩}

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ
إِلَى بَعْضٍ، هَلْ يَرَكُمْ مَنْ أَحَدٌ
إِنْصَرَفَ فَوْاءَ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
بِإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ^{১৪}

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ
عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
إِنَّمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ^{১৫}

فَإِنْ تَوَلُّوْا فَقُلْ حَسِيْيَ اللَّهُ عَزَّلَ
إِلَهٌ لَا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ
الْعَرِشِ الْعَظِيْمِ^{১৬}